হয়বদন

গিরিশ কারনাড

অনুবাদ
শঙ্খ ঘোষ

Scanned by CamScanner

গিরিশ কারনাড

হয়বদন

শঙ্খ ঘোষ
অনূদিত

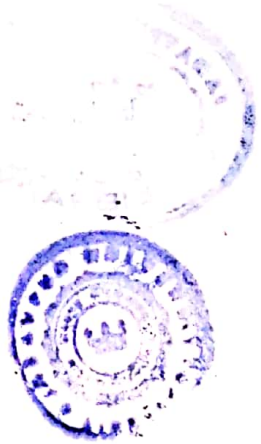

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

Scanned by CamScanner

প্রকাশ : 'বহুরূপী' ৪৩ ভারতনাট্য সংখ্যা মার্চ ১৯৭৪
গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১৩৯৩ নববর্ষ । এপ্রিল ১৯৮৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯৬

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সঙ্গে
সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে প্রকাশিত।
অনুবাদস্বত্ব সংরক্ষিত।

তিরিশ টাকা

JADAVPUR UNIVERSITY
Acc. No B 15,472
Date 5.8.98
LIBRARY

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ

প্যাপিরাস-এর পক্ষে অরিজিৎ কুমার -প্রকাশিত ও
টেকনোপ্রিন্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬ -মুদ্রিত।

অনুবাদকের উৎসর্গ

নাট্যবান্ধব চিত্তরঞ্জন ঘোষকে

অনুবাদ বিষয়ে

শ্যামবাজারের বাড়িতে, ১৯৭২ সালের বর্ষায় 'নক্ষত্র'-নাট্যগোষ্ঠীর শ্যামল ঘোষ একদিন *Enact* পত্রিকার একটি সংখ্যা তুলে দিলেন হাতে। গিরিশ কারনাডের 'হয়বদন' নাটকটি ছাপা হয়েছে সেখানে, খুবই তাড়াতাড়ি এর একটি অনুবাদ চাই শ্যামলের, চার-পাঁচদিনের মধ্যে, কেননা তাঁর দল এবার এইটেরই মহড়া শুরু করবে। প্রতিবেশী বন্ধুকে প্রতিহত করব এমন শক্তি আমার নেই ; যে-নাটকটি বিষয়ে কিছুই তখনও জানি না, অত্যল্প-কালের মধ্যে তার অনুবাদ করে দেবার প্রতিশ্রুতি তাই দিতেই হলো তাঁকে।

অর্থাৎ, নাটকটি যেমনই হোক, অনুবাদ আমাকে করতেই হতো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে রচনাটি পড়বার পর, প্রায় নেশাচ্ছন্ন দুদিনে এর অনুবাদ যে সম্ভব হলো সেদিন, বন্ধুর দাবিটাই তার একমাত্র কারণ নয়। কন্নড় থেকে ইংরেজি করেছেন নাট্যকার নিজেই, কাজেই সেই ইংরেজি থেকে মূলের অভিপ্রেত স্বাদ নিশ্চয় মিলবে অনেকটা। সেই স্বাদে, যা আমাকে তীব্র আকর্ষণ করল তা এর ভাষাগত স্তরপরম্পরা। মনে হলো অনুবাদের চমৎকার একটা চ্যালেঞ্জ আর আনন্দ আছে এইরকম কোনো-একটি রচনায়, যেখানে রঙ্গ থেকে প্রাত্যহিকতায় আর প্রাত্যহিকতা থেকে কাব্যময়তায় অবিরাম যাওয়া-আসা করছে ভাষা, অবলীলায়। মধ্যবর্তী কোনো-কোনো জায়গা জুড়ে কেবল কবিতা আর গান আছে বলেই যে কাব্যময়তা বলছি তা নয়, সংলাপের ভাষাই কখনো-কখনো উঠে আসছে এই কবিতার স্বরে। ব্যক্তিগতভাবে, প্রত্যক্ষ পদ্যাংশ বা গীতাংশের চেয়ে, ওই অন্তশ্ছন্দোময় সংলাপের দিকেই আমার পক্ষপাত এল বেশি।

অবশ্য ভাষার এই স্তরভেদের কথা কি একটু বাড়িয়েই ভাবলাম আমি ? একটু কি চাপিয়ে দেওয়া হলো নিজস্ব-কোনো অভিরুচি ? অনুবাদের পর কথাটা যে একবার মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু দ্বিধার এই সংকোচ কেটে গেল অল্প কয়েকবছর আগে, যখন ভিন্ন আরেকটি দল এই নাটকের প্রযোজনা করছিলেন। তাঁরা, এই প্রযোজনাসূত্রে, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেখা গিরিশের বিস্তারিত একটি চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলেন, নাট্যকার যেখানে সংলাপের ত্রিস্তরকে তাঁদের চেতনার মধ্যে রাখবার অনু-রোধ করছেন অভিনেতাদের। অভিনেতাদের নিশ্চয় বুঝিয়ে বলার দরকার

Scanned by CamScanner

নেই যে এর ফলে কায়িক আর বাচিক অভিনয়ের একটা মাত্রাভেদও ঘটে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। এবং, মধ্যে কোনো চিড় না রেখে, অনায়াস মসৃণতায় এর একটি থেকে অন্য স্তরে নিয়ে যাবার মধ্যেই নির্ভর করবে এই নাটকের মঞ্চসফলতা। রাজিন্দর নাথ কলকাতায় তাঁর হিন্দী প্রযোজনা বিষয়ে আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে এখানকার সমালোচকদের আপত্তি হয়েছিল তাঁর প্রযোজনার 'গম্ভীরতা' নিয়ে। বস্তুত, এই নাটকের মূল সমস্যা হলো এর 'গম্ভীরতা' আর 'লাঘবতা'র সামঞ্জস্য তৈরি করা। এই দুইয়ের মধ্যে যোগ রাখবার জন্যে মধ্যবর্তী একটা 'স্বাচ্ছন্দ্যে'রও সেতু যে আছে রচনাটির মধ্যে, সেকথা ভুলে গেলে অবশ্য চলবে না। তবে, খুবই শক্ত এই তিন স্তরকে মেলানো।

ভাষার কথা ছাড়াও অনুবাদটির কাজে ভিন্ন এক আকর্ষণ ছিল আমার। সে-আকর্ষণ এর নাট্যবিষয়। বাংলায় যে 'অন্য থিয়েটার' গড়ে উঠেছে গত কয়েক দশক জুড়ে, তার দুই প্রধান অবলম্বন হলো দেশবিদেশের ক্লাসিক্স্ আর রাজনৈতিক লেখা। দুয়েরই প্রয়োজন খুব স্পষ্ট, কিন্তু বিপদ এই যে সংকীর্ণ একটা পরিচিত ছকের মধ্যে বাঁধা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায় এতে। সমকালীন তাৎপর্যে অন্বিত করে তুলবার মরিয়া চেষ্টায় অনেক সময়ে আমরা হারিয়ে ফেলি বহমান জীবনের বিস্তার, বৈচিত্র্য, আনন্দ। একটি নাটক দেখতে যাওয়া বা পড়তে বসার আগে যদি অনুমান করে নেওয়া যায়, কী হবে এর কথাগত কাঠামো : তাহলে দেখার বা পড়ার ঔৎসুক্য আর আকর্ষণ যে অল্পে অল্পে কমে আসবেই, সে-বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ দেখি না। আমরা ভুলে যাই যে প্রতিদিনের মানবিক সম্পর্কগুলির জটিলতার মধ্যে আর সেই জট খুলে ফেলবার চেষ্টার মধ্যে জীবনের যে প্রকাশ, তাকে ঠিকমতো ছুঁতে পারবার সঙ্গে রাজনীতির কোনো বিরোধ নেই। আজ এটা ঘোষণা করেই বলবার সময় এসেছে যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক নাট্যকার আমাদের চেয়ে অনেক সহজে একথা বোঝেন, অনেকরকম বহুকৌণিকতার মধ্যে তাঁরা তাই দেখতে পান জীবনকে। বিজয় তেণ্ডুলকর, মোহন রাকেশ বা গিরিশ কারনাডের মতো নাট্যকারদের আজ তাই অনেক অভিনিবেশ নিয়েই লক্ষ করতে হয় আমাদের, দেখতে হয় যে কোনো-না-কোনো সামাজিক চেতনার কেন্দ্র থেকে এগিয়েও কীভাবে তাঁরা লঘুগম্ভীর নানা চালে আমাদের জীবনেরই গল্প শোনান। 'হয়বদন'-এর সেই চালটাই আমাকে টানে।

এমন নয় যে এর দুর্বলতার কথাও ভাবিনি কখনো। এ-নাটক প্রসঙ্গে 'যক্ষগান'-এর কথা ওঠা উচিত কি না, এ নিয়ে অবশ্য তর্ক হতে পারে। কিন্তু অধিকারী (ভাগবত) আর নটের সংলাপসূত্রে সূচনাশেষকে বেঁধে,

নাটকের নানা পর্যায়ে কিংবদন্তি আর লোককথাকে গূঢ়ভাবে জুড়ে দিয়ে যে আবহ তৈরি করতে চেয়েছেন নাট্যকার, কেন্দ্রীয় গল্পের সঙ্গে তা যে খুব সংগতিতে মিলেছে সব সময়ে তা নয়। হতে পারে যে এই মিলনের অভাবেই প্রযোজনা দ্বিধাগ্রস্ত থেকে যায় অনেক সময়ে, নাটকটির গুরুত্ব বিষয়েও শম্ভু মিত্রের মতো কেউ-বা প্রশ্ন তোলেন কখনো।

অনুবাদ বিষয়ে দু-একটি কথা বলবার আছে। যে-চিঠিটির কথা লিখেছি আগে, তার মধ্যে গিরিশ কারনাড জানিয়েছিলেন যে কারন্থ-এর করা হিন্দী অনুবাদটি মূলের অনেক কাছে, তাঁর নিজের করা ইংরেজিতে কোথাও কোথাও একটু সরে এসেছেন তিনি। চোদ্দ বছরের পুরোনো এই অনুবাদটিকে আজ নতুন করে ছাপবার আগে কারন্থ-এর অনুবাদও তাই দেখতে হলো। ঠিকই, ইংরেজি আর হিন্দী পাঠে প্রভেদ আছে কিছু। কিন্তু, দুটো কারণে, খুব সামান্যই আমি পালটালাম। প্রথমত, অতদিনের পুরোনো লেখার সঙ্গে আজ নতুন কিছু জুড়তে গেলে শৈলীগত একটা সংঘর্ষ হয়তো তৈরি হতে পারে। আর দ্বিতীয় কথা, নাট্যকারের নিজেরই অনুবাদ যখন পাচ্ছি হাতে, তখন আর অন্যের অনুবাদের কাছে যাব কেন। যে অল্প দু-একটি ক্ষেত্রে সংশয় ছিল আগেই, তার মীমাংসার জন্য অবশ্য হিন্দী অনুবাদটি কাজে লেগেছে বেশ।

আরেকটি তথ্য এই যে, অনুবাদে ব্যবহৃত প্রথম গণেশ-স্তোত্রটিতে, আশ্চর্যরকম শব্দসামীপ্যের সুযোগ পেয়ে, জড়িয়ে নিয়েছি 'বুড়ো আংলা'র একটি অংশ।

অনুবাদ করেছিলাম 'নক্ষত্র'র উশকানিতে। 'বহুরূপী' পত্রিকায় এর প্রকাশও হয়েছিল বছরদুয়েক পরে। এতদিন পর বইটি আবার ছাপতে হলো নিতান্তই 'প্যাপিরাস'এর আগ্রহে। তা নইলে, এখন এ-বই বার করবার তেমন-কোনো যুক্তি ছিল না।

৩০ চৈত্র ১৩৯২

শঙ্খ ঘোষ

Scanned by CamScanner

১

[গণেশের মুখোশ সামনে রেখে পূজার্চনা। অধিকারী আর জুড়িদের স্তোত্রগান।]

গজমুখ লম্বোদর জয়ধ্বজ প্রভাকর
বিঘ্ননাশ করো বিঘ্নরাজ
বুদ্ধিপতি সিদ্ধিপতি আমাদের দাও মতি
তব নামে সিদ্ধ সব কাজ।
সর্পের ভূষণ ধরো অপূর্ণরে পূর্ণ করো
ইন্দুরবাহন গণপতি
সকলের আশা পুর আপনি আসরে উর
নিবেদিনু করিয়া প্রণতি ॥

অধিকারী। হে বিঘ্নেশ্বর, হে বিপদবারণ, সমস্ত সাধনার তুমি সিদ্ধি, আমাদের এই পালাকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। আমাদের অক্ষম পঙ্গু ভাষায় কে তোমার মহিমা কীর্তন করবে? নরদেহে তোমার এই গজমুণ্ড, তোমার ভাঙা দাঁত আর ভুঁড়ো পেট—যেভাবেই দেখি না কেন, মূর্তিমান অসংগতি তুমি! হে বক্রতুণ্ড-মহাকায়, এই উল্‌টোপাল্‌টা শরীর নিয়ে তুমিই পূর্ণতার দেবতা, এই অন্যের মুণ্ড ঘাড়ে নিয়ে তুমিই সিদ্ধিপতি—এই রহস্যের কিনারা করবে কে? তবে কি এই মঙ্গলমূর্তি, এই পবিত্র প্রতিমা, কেবল এইটেই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ঈশ্বরের পরিপূর্ণতা বিষয়ে অবোধ মানুষের কোনো ধারণাই নেই?

সে যা হোক, এ রহস্যভেদ করা আমাদের কর্ম নয়। সে ইচ্ছেও নেই আমাদের। আমরা কেবল সেই গজানন পরমপিতাকে প্রণাম জানিয়ে, শুরু করছি আমাদের পালা।

এই হচ্ছে ধর্মপুর। এই শহরের রাজা ধর্মশীলের যশ আর রাজ্য এরই মধ্যে দশদিগন্তে পৌঁছে গেছে। এই শহরেরই দুই যুবাপুরুষ আমাদের নায়ক। একজনের নাম দেবদত্ত। সৌম্য চেহারা, ধবধবে রং, বুদ্ধির তুলনা নেই কোনো। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র ইনি। ন্যায়শাস্ত্র আর কামশাস্ত্রের তর্কে ইনি বাঘা-বাঘা পণ্ডিতদের ধরাশায়ী করেন, তা-বড়ো তা-বড়ো কবিদের চোখ ধাঁধিয়ে দেন কাব্যে-অলংকারে—ধর্মপুরে সকলেরই ইনি চোখের মণি। আরেকজন আছেন কপিল, লোহিত কামারের একমাত্র ছেলে। রথচক্রে যেমন অক্ষ, রাজার অস্ত্রচালনায় তেমনি ইনি। দেখতে শাদাসিধে, রং কালো, কিন্তু যেখানে লাফঝাঁপের দরকার, যেসব কাজে হিম্মৎ

Scanned by CamScanner

চাই, সেখানে তাঁর জুড়ি নেই কোনো [নেপথ্যে ভয়ার্ত চিৎকার ! অধিকারী বিরক্তভাবে তাকান। তারপর—] এই দুজনের বন্ধুত্ব দেখে জগৎসংসার মুগ্ধ। যে-কেউ দেখতে পাবেন, ধর্মপুরের পথে পথে হাত ধরাধরি করে ঘুরছেন দুজন। সকলেরই মনে হবে যেন লব আর কুশ, যেন রাম আর লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ আর বলরাম !

[গান] ওরা দুজন প্রাণের দোসর
একই হৃদয় মন।

[আবার চিৎকার। আর এড়ানো যাচ্ছে না] কে বাবা ওটা ? শুরুতেই একটা গোলমাল পাকিয়ে তুললে ! আরে, এ যে আমাদের নট-বাবাজী, আমাদের সাকরেদ ! দৌড়োচ্ছে ! ব্যাপারটা কী ? [দৌড়ে এল নট। ভয়ে কাঁপছে। মঞ্চ জুড়ে দৌড়োল একবার, তারপর অধিকারীকে দেখে জড়িয়ে ধরে—]

নট। এই যে অধিকারীমশাই—

অধি। [নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে] ছি-ছি ! এসব কী ?

ন। হা ভগবান !

অ। ছাড়ো, ছাড়ো বলছি [ছাড়িয়ে নিয়ে] ব্যাপারটা কী ?

ন। আ-আমি-আ [আবার জড়িয়ে ধরে]।

অ। ছাড়ো আমায় [পিছিয়ে যান নট] কী বেলেল্লাপনা হচ্ছে ? এসব হৈহল্লার মানে কী ? তা ছাড়া এই মহাশয় ব্যক্তিরা রয়েছেন, এঁদের সামনে—

ন। অন্যায় হয়েছে, নিশ্চয়ই আমার অন্যায় হয়েছে, কি-কিন্তু—

অ। [একটু শান্ত গলায়] ঠাণ্ডা হও বাপু, শান্ত হও। ভয় পাবার তো নেই কিছু। এই তো আমি আছি, জুড়ির দল আছে, তাছাড়া দরাজ-দিল এই ভদ্রপঞ্চজন রয়েছেন। পালা দেখতে এসে মাঝে মাঝে এঁরা ঘুমিয়ে পড়েন বটে, কিন্তু কেউ গোলমালে পড়লে সবাই ঠিক খাড়া হয়ে ওঠেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তা ব্যাপারখানা কী।

ন। ওঃ—বুকটা—ফেটে যাবে মনে হচ্ছে।

অ। বোসো, বোসো—বসে নাও। বেশ, বলো দেখি এবার তাড়াতাড়ি, একটু আস্তে আস্তে।

ন। বলব ? বলি ?

অ। বলো, বলে ফেলো !

ন। এখেনে আসবার জন্যেই রওনা হয়েছি—দেরি হয়ে গেছে তো অনেকটা—আপনি যদি রেগে যান—তাই তাড়াহুড়ো করছিলাম একটু—ও-হে-হো [মুখ ঢাকল]।

অ। বলে যাও, বলে যাও। তাড়াহুড়ো করছিলে। তারপর ?

ন। কেমন যেন কাঁপুনি লাগছে। পথের মধ্যে—মানে সকালে বেশ একটু জল খাওয়া হয়ে গিয়েছিল—পেট ফুলে উঠছিল—তাই, একটু হাল্কা হবার জন্যে—

অ। অ্যাই-অ্যাই, সামলে-সুমলে বলো। মনে রেখো তুমি আসরে দাঁড়িয়ে কথা কইছ—

ন। না না, করিনি তো কিছু, করতে চেয়েছিলাম কেবল !—পথের ধারে বসেছি একটু, বসে কাপড়টা তুলতে যাব—এমন সময়ে—

অ। এমন সময়ে ?

ন। ভারী, মোটা গলায় কে যেন হেঁকে উঠল : 'ওহে, এই যে, জানো না বড়ো রাস্তার ওপর এসব কস্তে নেই ?'

অ। সত্যি তো। এটুকু তোমার জানা উচিত।

ন। একটুখানি উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কাকপক্ষী নেই—কেউ না। আবার বসতে যাচ্ছি। আবার সেই আওয়াজ !

অ। কী বলল এবার ?

ন। 'ওহে কাণ্ডজ্ঞানহীন, বড়ো রাস্তার ওপর এসব কী অসভ্যতা হচ্ছে ?' ফের তাকালাম। তাকিয়ে দেখি—আমার ঠিক সামনে—বেড়ার ওপাশে—

অ। কে ?

ন। একটা ঘোড়া।

অ। কী ?

ন। ঘোড়া। কথা কইছে !

অ। সকালে উঠেই গিলেছ বাবা ?

ন। মাইরি না। দিব্যি করে বলছি। বিশ্বাস করুন, সাতদিনের মধ্যে আমি শুঁড়িখানার ছায়া মাড়াইনি। আজ এমন-কী এক-বাটি দুধও খাইনি।

অ। তবে তো দেখছি জলেই আজকাল নেশা হচ্ছে। কী বলো ?

ন। [মরিয়া হয়ে] বিশ্বেস করুন। পষ্ট দেখতে পেলাম—ঘোড়া—কথা বলছে।

অ। আর তো এর বকবকানি শোনা যায় না ! ঘোড়া ? কথা বলছে ? এই তো ? বেশ। এবার যাও। সাজগোজ করে নাও।

ন। সাজগোজ ? অধিকারীমশাই, পায়ে পড়ি, আজ হবে না।

অ। দেখো বাপু—

ন। এই দেখুন [হাত তুলে দেখাল, কাঁপছে] দেখছেন ? এ হাতে তরোয়াল তুলব কেমন করে ? যুদ্ধ তো দূরস্থান।

Scanned by CamScanner

অ। [ভেবে] তবে তো দেখছি আর একটাই মাত্র পথ খোলা রইল। ফিরে যাও—

ন। ফিরে যাব?

অ। সেই বেড়ার ধারে ফিরে যাও, ভালো করে দেখে এসো একবার। বুঝে এসো যে যেই কথা বলুক সে কোনো ঘোড়া হতে পারে না।

ন। না।

অ। নটবর—

ন। পারব না আমি—

অ। মনে রেখো, এটা হুকুম—যাও।

ন। নৃনা, না-গেলেই নয়?

অ। [দর্শকদের দিকে ফিরে গান ধরেন আবার]

ওরা দুজন প্রাণের দোসর
একই হৃদয়-মন।—

কী হলো! যাওনি এখনও? [ভয়ে ভয়ে নটের বিদায়] বেচারা! কী-না-কী দেখেছে, কাকে কী ভেবেছে! হায় ভ্রম, তুচ্ছ ভ্রম! সত্য, সত্য চাই জীবনে—

[গান] ওরা দুজন প্রাণের দোসর
একই হৃদয়-মন।—

[নেপথ্যে আর্তনাদ। দৌড়ে আসে নট। ফের]

ন। আসছে, আসছে ওটা।

অ। কী আসছে?

ন। ওই যে ও আসছে [দৌড়ে বেরিয়ে যায়]।

অ। ও আসছে! ওটা আসছে! কী আসছে? তা যে-ই আসুক, যা-ই আসুক, এ তো দেখছি ভয় পেয়েছে খুব। এর মতো একটা চালু লোকও যদি এমন ভয় পেয়ে যায়, তবে তো শান্তশিষ্ট এই ভদ্রজনেরাও চমকে উঠতে পারেন। না, না দেখেশুনে যাকে-তাকে এভাবে আসরের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া ঠিক না। ওহে, পর্দাটা তুলে ধরো দেখি। [দুজন এসে ছ-ফুট উঁচু একটি পর্দা তুলে ধরে। তার পেছনে ঘোড়ামুখো] কে ওখানে? [উত্তর নেই। কেবল কান্নার শব্দ।] কেউ যেন কাঁদছে? তাজ্জব কাণ্ড। যাকে দেখে নটবরের এত ভয়, সে নিজেই এখন কাঁদছে!—একটু নামাও তো হে। [এক-ফুট মতো নামল পর্দা। ঘোড়ামুখোর মাথা দেখা গেল, মাথায় ঢাকনা। লোকদুটি অধিকারীর নির্দেশে ঢাকনা তুলে দিল। ঘোড়ামুখো প্রথমে টের পায়নি যে মাথাটা দেখা যাচ্ছে। টের পেতেই

টুক করে নামিয়ে নিল মাথা] ঘোড়া!! [পর্দা আরও একটু নামানো হলো। মাথাটিও লুকোল। পর্দা আরও একটু, মাথা আরও একটু, এমনি করে একেবারে মেঝেয় নামিয়ে দেওয়া হলো পর্দা।] অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! [লোকদুটিকে চলে যেতে বলে মূর্তিটির কাছে গেলেন।] কে তুমি? [মুখ তুলে চোখের জল মুছল ঘোড়ামুখো, অধিকারীর নির্দেশে মঞ্চের মাঝখানে এল] এসো দেখি এদিকে। বটে! বিদ্‌ঘুটে এই মুখোশ পরে লোককে ভয় দেখিয়ে বেড়াও? এত সাহস যে আমাদের এই আসর পণ্ড করতে এসেছ! কাণ্ডজ্ঞান নেই একটু? খুব হয়েছে—এবার খুলে ফেলো ওটা। খোলো বলছি! [ঘোড়ামুখো অনড়] খুলবে না? আচ্ছা! [দুহাতে মাথাটা টানাটানি করতে থাকেন, ঘোড়ামুখো বাধা দেয় না] বেশ এঁটে বসেছে হে। নটবর—বাবা নট—[নট এসে এই দৃশ্য দেখে হাঁ] দাঁড়িয়ে দেখছ কী? টের পাচ্ছ না? এই মুখোশ দেখেই তোমার ভিরমি লেগেছিল। এসো—হাত লাগাও—[নট এসে কোমর জড়িয়ে ধরে, আর মুণ্ডু ধরে টানতে থাকেন অধিকারী। ঘোড়ামুখো বাধা দেয় না, কেবল ব্যথায় গাঁইগুঁই করে। খানিক টানাটানির পর যেন জ্ঞানোদয় হয়—] ওহে নট, এ তো মুখোশ নয় মনে হয়। এ যেন আসল মাথা! [নটের ধাক্কায় বসে পড়ে ঘোড়ামুখো, হাঁটুতে মাথা গুঁজে] কী কাণ্ড! আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। পাঁচ মিনিট আগেও যদি কেউ বলত, নরদেহে অশ্বমুণ্ড, আমি তো হেসেই উড়িয়ে দিতাম! [ঘোড়ামুখোকে] কে তুমি হে? [পালাবার চেষ্টা করতেই নট গিয়ে ঠেকায়] আরে আরে, ওদিকে আমাদের লোকজন আছে। [একটু নরম সুরে] বলো দেখি তুমি কে। [উত্তর নেই] বলি, কপাল পুড়ল কেমন করে? কোনো মুনিঋষির অভিসম্পাত? কোনো তীর্থস্থান, কোনো পুণ্যমন্দির কি কলুষিত করেছ? নাকি কোনো পতিব্রতা নারীর লাঞ্ছনা! অথবা—

ঘ। অ্যাই—

B 15,472

অ। [একটু চমকে গিয়ে] অ্যাঁ?

ঘ। ভেবেছেন কী মশাই? পুরাণ-টুরান জানেন বলে যার-তার ওপর সংস্কৃত ঝাড়বেন ভেবেছেন? কোন্ মন্দির নষ্ট করেছি আমি? কোন্ মহিলার অপমান করেছি? কোন্—

অ। আহা-হা রাগ কোরো না—

ঘ। ঋষি! মুনি! কী, কী করেছি? কার পাকা ধানে মই দিয়েছি? আসুক তো দেখি কেউ, বলুক তো বুকে হাত দিয়ে কার কী

Scanned by CamScanner

করেছি। কিচ্ছু করিনি। কারো কিচ্ছু করিনি এখনও। [প্রায় কেঁদে ফেলে]।

অ। আহাহা কিছু মনে কোরো না। ব্যাপারটা কী বলো তো? কিসের দুঃখ তোমার? তুমি তো একলা নও এখানে। এই তো আমি আছি, জুড়ির দল আছে। তাছাড়া দরাজদিল এই ভদ্রপঞ্চজন রয়েছেন সামনে। পালার মধ্যে মাঝে মাঝে এঁরা ঘুমিয়ে পড়েন বটে—

ঘ। কে আর কী করতে পারে বলুন! সবই ভাগ্য।

অ। নাম কী তোমার?

ঘ। ঘোড়ামুখো।

অ। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তো ঘোড়ার মুখখানি অর্জন হলো কোথা থেকে?

ঘ। এভাবেই জন্মেছি।

অ। আমরা যখন মুখটা নিয়ে টানাটানি লাগিয়েছিলাম, থামালে না কেন বাপু? এত কষ্ট সইলে—

ঘ। কী জানেন, সারা জীবন ধরে তো এই মুণ্ডুটার হাত থেকে বাঁচতেই চেয়েছি—ভাবলাম আপনারা অভিনেতা, শিল্পী—আপনাদের সদিচ্ছা আর পুণ্যের জোরে যদি রেহাই পাওয়া যায় শেষ অব্দি—

অ। বেচারা! কিন্তু বাবা, যে মুণ্ডু নিয়ে লোকে জন্মায় তাকে তো মেনে নিতেই হবে। কে বলতে পারে পূর্বজন্মের কোন্ দুষ্কৃতির—

ঘ। রাখুন আপনার পূর্বজন্ম। এ-জন্মটাকেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না, আবার পূর্বজন্ম!

অ। কী হয়েছিল বলো তো দেখি। লজ্জার কিছু নেই।

ঘ। লজ্জা? লজ্জার কথা উঠছে কিসে?

অ। আচ্ছা বাপু আচ্ছা। বলছিলাম যে সংকোচ কোরো না।

ঘ। [বিষণ্ণ] সে এক লম্বা গল্প।

অ। বলে যাও।

ঘ। আমার মা ছিলেন কর্ণাটকের রাজকন্যা। মা ছিলেন খুব সুন্দরী। বিয়ের যুগ্যি হলে দাদামশাই ঠিক করলেন যে মা স্বয়ংবরা হবেন। পৃথিবীসুদ্ধ রাজারাজড়ার নেমন্তন্ন হলো। দেশবিদেশ থেকে এলেন সবাই—চীনদেশ থেকে, পারস্য থেকে, আফ্রিকা থেকে। কাউকেই আর পছন্দ হয় না মা-র। শেষমেশ এলেন এক আরবদেশের রাজপুত্র, বিশাল এক শাদা ঘোড়ায় চেপে। আর সেই দিকে এক নজর তাকিয়েই মা তো অজ্ঞান।

ন। আ!

ঘ। দাদামশায় বুঝলেন এই হচ্ছে তবে পাত্র। বিয়ের তো সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। মা জেগে উঠলেন—উঠে—জানেন, উঠে কী বললেন মা?

ন। কী বললেন?

ঘ। বললেন, ঐ ঘোড়াটাকেই আমি বিয়ে করব!

ন। কী?

ঘ। এই! কারও কথা শুনবেন না তিনি। কেউ কিছু বোঝাতে পারছে না। শেষ অব্দি সেই শাদা ঘোড়ার সঙ্গেই দিতে হলো বিয়ে। বিয়ের পর পনেরো বছর কাটল। একদিন সকালে উঠে—আরে, ঘোড়া কই, তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে দিব্যি এক দেবদূত, এক গন্ধর্ব। কিছু ফষ্টিনষ্টি করার ফলে কুবেরের শাপে ঘোড়া হয়ে জন্মেছিলেন ইনি। পনেরো বছর মানুষের ভালোবাসা পেয়ে তবে নিজের চেহারা ফিরে পেলেন।

অ। এ-রকম মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে।

ঘ। শাপমুক্ত হয়ে মাকে তিনি বললেন, তোমার ভালোবাসায় আমার নতুন জন্ম হলো। চলো আমরা নন্দনপুরীতে ফিরে যাই। কিন্তু মা যাবেন না! আবার উনি ঘোড়া হলে তবেই সঙ্গে যাবেন, তা নইলে নয়—এই হলো মা-র এক কথা। মা-কে উনি শাপ দিলেন—

অ। না না—

ঘ। হ্যাঁ, শাপ দিলেন, বললেন, যদি ঘোড়াই তোমার এত প্রিয় তবে তুমি ঘোটকী হয়ে যাও। ব্যস, মা ঘোড়া হয়ে মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে বনে চলে গেলেন, বাবা ফিরে গেলেন নন্দনপুরীতে। আর আমি? আমি রইলাম পড়ে।

অ। দুঃখের কথা।

ন। খুবই দুঃখের।

ঘ। অধিকারীমশাই, বলুন, এখন আমি কী করব? কী ভাবে এই মুণ্ডুটার হাত থেকে রেহাই পাব?

অ। বৎস ঘোড়ামুখো, ললাটলিখন খণ্ডাবে কে!

ঘ। ললাট? ললাট! এ যদি আপনাদের মতো ললাট হতো সবই মেনে নিতে পারতাম। ভাগ্যকে মেনে নেবার বহু চেষ্টাই তো আমি করেছি। আমার ব্যক্তিগত জীবনে কোথাও কোনো খুঁত তো নেই। আমি দেশের সামাজিক জীবনে ভিড়বার চেষ্টা করেছি—রাজনীতি, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, ভারতীয়-করণ, সমাজতন্ত্র—সব—সবই কিছুকিঞ্চিৎ করেকম্মে দেখেছি। কিন্তু আমার সমাজ কোথায়? কোন্‌টা আমার সমাজ? অধিকারীমশাই, আমাকে পুরো মানুষ

Scanned by CamScanner

করে দিন, সম্পূর্ণ মানুষ। বলুন, কী ভাবে হব? কী করতে হবে আমায়, বলে দিন। [দীর্ঘ নীরবতা। সকলেই ভাবিত।]

অ। কাশী?

ঘ। কী?

অ। যদি কাশীতে যাও, যদি বিশ্বেশ্বরের কাছে শপথ নাও—

ঘ। হয়ে গেছে, কাজ হয়নি—

ন। রামেশ্বর।

ঘ। কাশী, রামেশ্বর, হরিদ্বার, গয়া, কেদারনাথ—শুধু তাই নয়, ইসুফ বাবার দরগা, মেরীমায়ের গিরজা—কিছুই বাদ দিইনি। সন্ন্যাসী জাদুকর মহর্ষি ফকির সাধু সন্ত—খাটো চুলের সাধু, দাড়িওলা সাধু, মৌনীবাবা, গাইয়ে বাউল, ঝুলন্ত সাধু, ঘুরন্ত সাধু, কাঁটায় বসা বাতাসে-ভাসা জলের-নীচে মাটির-তলায়—সব, সব করে দেখেছি। কী হলো এত করে? যেখানেই যাই মাথাটা ঢেকে যেতে হয়েছে—আর দেখুন, এই করে করে মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে। [থেমে, একটু লাজুক গলায়] এই কেশর, সুন্দর এই দীর্ঘ কেশর, এত ভালোবাসি একে!

অ। আচ্ছা, চিত্রকূট পাহাড়ের কালী-মায়ের কাছে চেষ্টা করে দেখলে হয় না?

ঘ। বলছেন?

অ। পাহাড়ের ওপরে মন্দির। এই মন্দিরের দেবী শুনেছি খুবই জাগ্রত। মন্দিরপ্রাঙ্গণ ভক্তে ভক্তে ছেয়ে থাকত একদিন। আজকাল অবশ্য যায় না আর কেউ।

ঘ। কেন? যায় না কেন?

অ। যে যা কিছু চাইত, দেবী মঞ্জুর করে দিতেন। লোকে এটা সেই বুঝে ফেললে, অমনি সবাই যাওয়া বন্ধ করে দিল।

ঘ। কী বোকা।

অ। তো, ওখানে চেষ্টা করো-না কেন?

ঘ। [ঝাঁপিয়ে উঠে] এখুনি যাব।

অ। ভালো কথা। তবে একলা যাওয়া ঠিক নয়। পথঘাট খারাপ, অনেক জিজ্ঞেসাবাদ করে যেতে হবে, একা তো তুমি পেরে উঠবে না। [নটকে] দেখো হে, তুমিও যাও সঙ্গে।

ন। আমি?

অ। তুমি। আর তুমি যে ওকে অপমান করেছ, এতে তারও একটা শোধবোধ হয়ে যাবে।

ঘ। কিন্তু অধিকারী মশাই, আপনার এই লোকটি পথঘাটের ভদ্র আচরণ শেখেনি—

ন। দেখুন দেখুন। আবার অপমান করছে আমায়। ঠিক আছে, নিজের পথ নিজে দেখো, আমার কী!

অ। ব্যস ব্যস! [ঘোড়ামুখোকে] ভেবোনা কিছু। পথে কোনো বড়ো রাস্তা পড়বে না। বড়ো জোর গোরুর গাড়ির পথ। [নটকে] কথাটা তোমার গায়ে লাগছে কেন এত? সত্যি বলতে, ওকে তো তোমার প্রশংসাই করা উচিত। ওই বিপদের মুহূর্তেও ওর নাগরিক কাণ্ডজ্ঞান কেমন ঠিক আছে দেখো। দেখে শেখো। নাও, এবার যাও—

ঘ। [নটকে] ভাববেন না কিছু। কথা দিচ্ছি আপনাকে আর জ্বালাতন করব না। [অধিকারীকে] আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

অ। তোমার পূর্ণতার সন্ধানে ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। [দুজনের প্রস্থান] যে যার আপন ভাগ্যে যায়। যে যার আপন বাসনায়। ফিরে আসি আমাদের গল্পে—[গান গাইতে শুরু করেন]

ওরা দুজন প্রাণের দোসর
একই হৃদয়মন।
হঠাৎ পাশে আনল নারী
এ কোন্ আমন্ত্রণ।
কী ছিল তার চলায় বলায়
ভুলিয়ে দেয় আপন ভোলায়
কী সুর যে সে আনল গলায়
বোঝে না দুইজন॥

মেয়েদের কোরাস।

ভালোবাসা, সে কি একই শরীরে বাঁধা?
বৃন্ত যে চায় হাজার হাজার পাপড়ি, হাজার ফুল
একই ফুলের বাঁধনে তোমার প্রণয় কেন-বা সাধা?

অধিকারীর গান। কেন ভোলে আপন ভোলায়
যায় না কিছু জানা
হেলায় ওরা বিলিয়ে দেয়
আপন দেহখানা।
আর সে নারী, বিভাবরীর
অন্ধকারে ছিন্ন শরীর

Scanned by CamScanner

নাচিয়ে দেয়, নাচে নারীর
রক্তাভ আনন ॥

মে. কো.। প্রতি বাহু চায় আরেক বাহুর টান
প্রতিটি নয়ন ভিন্ন নয়নতারা
প্রতি বুক চায় ভিন্ন প্রেমিক ভিন্ন তৃষায়, আমি যে
শোচনা-শরম-হারা—
মাটি ধুয়ে দিই শোণিতে, আকাশে
পুষ্পিত করি গান ॥

[দেবদত্ত এসে বসে ; ভাবিত। কপিল ঢুকল]

কপিল। [ঢুকতে ঢুকতেই] কাল বিকেলে আখড়ায় গেলে না কেন দেবদত্ত—এত করে বললাম ? যা জমেছিল !

দেবদত্ত। [অন্যমনস্ক] অন্য একটা কাজে—

ক। সত্যি, যদি আসতে। গান্ধারের সেই পালোয়ান—জানো তো, ভারতবর্ষের পয়লা-নম্বর একজন—সে এসেছিল। নন্দ আর আমি লড়ছি, সেই সময়ে এসে হাজির। বসে দেখছিল। নন্দকে যেই একটা কুমিরপ্যাঁচে পেড়ে ফেলেছি প্রায়, লোকটা হৈ হৈ করে উঠে বলল—[হঠাৎ বুঝতে পারে যে দেবদত্ত শুনছে না। থেমে যায়]

দ। [হঠাৎ] তারপর ?

ক। কী তারপর ?

দ। [অপ্রস্তুত ভাবে] মানে, নন্দ কী করল ?

ক। বাঁশি বাজাল।

দ। না—মানে, বলছিলাম—গান্ধারের পালোয়ানের কথা কী একটা বলছিলে না ?

ক। সে কয়েক মিনিট আমার সঙ্গে লড়ল, পরে পিঠ চাপড়ে বলল, 'তোমার হবে !'

দ। সত্যি ? বাঃ ?

ক। হুঁ, সত্যি, কিন্তু এবার কে ?

দ। কী বলছ ?

ক। বলছি যে—এবার—কোন্‌জন ?

দ। কী কোন্‌জন ?

ক। বলছি, মেয়েটা কে ?

দ। কেউ না। [একটু পরে] কী করে বুঝলে ?

ক। বন্ধুবর, এই দু-বছরে তোমাকে পনেরো বার প্রেমে পড়তে দেখলাম, আর আমি বুঝতে পারব না ?

দ। কপিল, এ নিয়ে যদি তুমি ঠাট্টা করতে চাও।

ক। ঠাট্টার কথা নয়। অন্যান্যবার তো গোড়াতেই বলো আমাকে। এবার এমন চেপে যাচ্ছ কেন ?

দ। অন্যান্য ? এক নিশ্বাসে তুমি তার সঙ্গে অন্যদের কথা তুলছ ? এর সঙ্গে অন্যান্য ? এর কাছে অন্যেরা যেন—

ক। —চাঁদের কাছে তারা, মশালের কাছে জোনাকি। ঠিক, ঠিক, পনেরোবারই তো ঐ রকম শুনেছি।

দ। তুমি আমার বন্ধু, কিন্তু একটুও বুঝলে না আমায়।

ক। তুমিও কি বুঝলে ? তাহলে আর এভাবে রেগে যেতে না। জানো না যে তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি ? ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি কুয়োয়, হেঁটে যেতে পারি আগুনে !

দ। হয়েছে হয়েছে, একশোবার সেই এক কথা !

ক। দরকার হলে আরও একশোবার বলব। আমি কী ছিলাম, আর তোমার সঙ্গে মিশে কী হয়েছি। আমি কি জানতাম কাকে বলে কবিতা, কাকে বলে—

দ। [রেগে গিয়ে] বাড়ি যাচ্ছ না কেন ? ভেবেছিলাম একটু একলা কাটাব ! কবিতার তুমি কী বোঝো ? যাও কামারশালায় ফিরে যাও —ওইটেই তোমার ঠিক জায়গা।

ক। [আহত] সত্যি যেতে বলছ ?

দ। বলছি।

ক। ঠিক আছে [রওনা হলো]।

দ। এই, বোসো। [ফিরে এসে বসে পড়ে কপিল] কিন্তু কথা বোলো না। [দেবদত্ত চেয়ার থেকে নেমে বসে। কিন্তু কপিল ঝাঁপিয়ে উঠে তাকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে। তারপর টানাটানি করে বসিয়ে দেয়] আপদবিশেষ। [অনেকক্ষণ পরে] কী করে তার বর্ণনা করব কপিল ? তার চুলে যেন ভ্রমর, তার মুখ—

দুজনে। যেন শ্বেতপদ্ম। তার সৌন্দর্য যেন কোনো স্বপ্নসরোবর। বাহুদুটি পদ্মের মৃণাল, বুকে দুই সোনার বাটি, আর কটিদেশ—

দ। না, না।

ক। কী হলো ?

দ। অন্ধ, এতদিন অন্ধ ছিলাম আমি। কবিতা বুঝি বলে নিজেকে ভুলিয়েছি। বুঝি না, কিছুই বুঝিনি আমি এতদিন। তন্বী শ্যামা—

দুজনে।—শিখরিদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী। মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

Scanned by CamScanner

দ। সেই শ্যামা নায়িকা, কালিদাসের জাদুস্পর্শ থেকে নেমে এল যেন, ঠিক যেভাবে ভেবেছিলেন বাৎস্যায়ন। কপিল, একবার দেখা দিয়েই প্রেমের কাব্যে সে আমার গুরু হয়ে গেছে। তোমার কি মনে হয় কোনোদিন সে আমার প্রেমের শিষ্যা হতে রাজি হবে?

ক। [আড়ালে] এটা নতুন বটে!

দ। [জলজল করছে চোখ] সে যদি একবার আমার মানসলক্ষ্মী হয়ে আসে, কালিদাসকে আমি ছাড়িয়ে যাব। সবসময়েই তাই চেয়েছি আমি – কিন্তু এতদিন ভেবেছি অসম্ভব। আজ মনে হয় একেবারেই অসম্ভব নয়—

ক। তাহলে নেমে পড়ো। লিখে ফেলো—

দ। কী করে লিখব, যদি সে আমার সামনে না আসে? আমার সমস্ত সত্তা যখন তারই ধ্যান করছে, তারই জন্যে আকুল, তখন লেখায় আমি মন বসাই কেমন করে?

ক। নামটা কী?

দ। নাম? নাম নেই।

ক। বাপ-মা তো কিছু-একটা ডাকে।

দ। কী এসে যায়! সে তো আর—আমার মতো লোকের জন্যে নয়।

ক। বলো কী! তোমার এত গুণ, দেখতে-শুনতে এমন, কত বড়ো বংশ তোমাদের—

দ। ব্যস ব্যস, আর মন ভুলিও না।

ক। মনভোলানো নয়। তুমি ঠিক জানো যে এই শহরের সব কটা মেয়ের বাপ-মা তোমায় পাকড়াবার জন্যে মুখিয়ে আছে—

দ। থামো থামো। আমি জানি যে এই নারী আমার সুদূর স্বপ্নের ওপারে। তবু কেন মন তার জন্যে আকুল! আমি শপথ করছি কপিল, ওকে যদি একবার আমার প্রিয়াহিসেবে কাছে পাই তো আমার এই দু-দুটো হাতই দিয়ে আসব মা-কালীর পায়ে, আমায় মাথা দিয়ে দেব রুদ্রদেবকে।

ক। [আড়ালে] বেশ গোলমেলে অবস্থা মনে হচ্ছে। এই ষোলো নম্বর মেয়েটা তো বেশ জাপটে ধরেছে দেখি! নইলে এ-রকম রক্তারক্তি করবার লোক তো ও নয়!

দ। তাকেই যদি না পেলাম তো এই মাথা এই হাত দিয়ে কী আর করব আমি? অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর চেয়ে ভালো কাব্য হয়তো আর লেখাই হবে না। ওকে কী করে জানাই এসব? আমার তো কোনো মেঘদূত নেই। পথ দেখাবার মতো কোনো ভ্রমর নেই। আমার একমাত্র ভবিষ্যৎ দেখছি পবনবীথিতে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা।

ক। পবনবীথি? কেন, সেখানে কেন?

দ। ওই পথে যে সে থাকে!

ক। জানলে কী করে?

দ। কাল সন্ধ্যায় বাজারের পথে তাকে দেখেছিলুম। এক মুহূর্ত চোখ সরাতে পারিনি। পিছনে পিছনে তার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলুম।

ক। ছি-ছি! লোকে কী ভেবেছে বলো তো!

দ। পবনবীথির একটা বাড়িতে ও ঢুকে গেল। সারা সন্ধে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম কিন্তু আর ও এল না।

ক। কেমন বাড়ি?

দ। মনে পড়ে না।

ক। কী রঙের?

দ। জানি না!

ক। ক-তলা?

দ। দেখিনি!

ক। তাহলে সারা সন্ধে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেটা কী?

দ। দরজার কপাটে দুমুখো পাখির একটা ছবি ছিল। এই শুধু দেখেছি! কড়া নাড়বার জন্যে যখন হাতখানি ও তুলেছে হাতের ছোঁয়া লেগে মুহূর্তের জন্যে যেন সজীব হয়ে উঠল পাখিটি।

ক। [লাফিয়ে উঠে] ব্যস, ব্যস, মিটে গেল—

দ। কী বলছ?

ক। দেবদত্ত, তোমার মেঘদূত তোমার ভ্রমর তোমার পারাবত যে এই চোখের সামনেই বসে আছে তা টের পাও না? একটু দাঁড়াও। এক্ষুনি ওর নামধাম সব হাজির করছি এনে।

দ। কপিল—এ আমি কক্ষনো ভুলব না কপিল—

ক। চুপ করে বসো। এইটুকু কাজের জন্য কি আর রুদ্র বা কালীর দরকার হয়? আমি একাই একশো। [বেরিয়ে যায়]

দ। কপিল—কপিল—। চলে গেছে। কী ভাগ্য আমার যে এরকম বন্ধু পেয়েছি একজন। একেবারে খাঁটি সোনা। [একটু থেমে] কিন্তু ওর ওপর নির্ভর করে ভালো করলাম তো? কামারশালে বা খেত-খামারে ও ভেল্কি দেখাতে পারে সত্যি। কিন্তু এখানে? না, বড়োই মোটাবুদ্ধি, বড়ো রুক্ষ। ভুল লোককে পাঠানো হলো। আঃ, সব জিনিসটাই কাঁচিয়ে দেবে। হে রুদ্র, যে কথা সেই কাজ। তাকে যদি পাই তো আমার এই শির তোমায় উপহার দেব প্রভু! মা কালী, আমার বাহুদুটি ছিন্ন করে দেব তোমায়! এই আমার

Scanned by CamScanner

প্রতিজ্ঞা [বেরিয়ে যায়। অধিকারী চেয়ারটা সরিয়ে নেন। কপিল এল]

ক। এই হলো পবনবীথি, বেনেদের পাড়া। বেশ, বেশ। বেশ। কী বিরাট সব বাড়ি। সব কটাই যেন প্রাসাদ। এসব বাড়ির মধ্যে লোকে যে হারিয়ে যায় না, এটাই আশ্চর্য। [দরজাগুলি দেখতে দেখতে] দেখি। না এটা তো দুমুখো পাখি নয়। এটা বোধহয় ঈগল। এটা? পদ্ম। এটা হলো—ও, সিংহ। বাঘ। চাকা। এটা? ভগবান জানে। পরেরটা? [বিরক্ত] ঘোড়া! গণ্ডার! আরেকটা সিংহ। আবার পদ্ম। ধুত্তোর, কোথায় গেল দুমুখো পাখি!—আচ্ছা, যেটা বোঝা গেল না ওটা কী? [ফিরে গিয়ে] আরে, হয়েছিল আর কী, এই তো দুমুখো পাখি। এত ছোটো যে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ক্ষয়ে যায় তবু চোখে পড়ে না। এখন কথা হচ্ছে, বাড়িটা কার। কাকে-বা জিজ্ঞেস করি, দেখা তো যাচ্ছে না কাউকে। যা রোদ্দুর, কে বা বেরুবে। ঘরের লোককেই বরং জিজ্ঞেস করা যাক। [কড়া নাড়ে। সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে আসে পদ্মিনী,] আ দেবদত্ত, তোমার পছন্দ আছে সত্যি। এ কাকে দেখছি! যক্ষিণী শকুন্তলা উর্বশী মধুমতী সব একসঙ্গে গুলে যেন তৈরি এই মেয়ে!

প। আপনিই কি ডাকছিলেন?

ক। মানে—হ্যাঁ—

প। হাঁ করে দেখছেন কী? কী চান?

ক। আমি—আমি জানতে চাচ্ছিলাম—বাড়িটা কার।

প। কার বাড়ি আপনার দরকার?

ক। এইটেই দরকার।

প। আচ্ছা? তো কাকে চান?

ক। বাড়ির মালিক—

প। নাম জানেন তার?

ক। না

প। আলাপ আছে?

ক। না

প। দেখেছেন কখনো?

ক। না

প। তাকে চেনেন না জানেন না দেখেন নি, তবু তার সঙ্গে দরকার আপনার?

ক। [স্বগত] কথাটা ঠিক। তাকে দিয়ে আমার কী দরকার, নামটা জানলেই চলে।

প। আপনি ঠিক জানেন যে এই বাড়িটাই চান? না কি?

ক। না না, এইটাই, এই বাড়িটাই।

প। [নিজের মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে] এখানটায় ঠিক আছে তো?

ক। তা তো—ঠিকই মনে হয়।

প। চোখের অবস্থা কী?

ক। ভালো।

প। [আঙুল দেখিয়ে] বলুন তো ক'টা?

ক। চারটে।

প। চোখ তো তাহলে ঠিকই আছে। আর মাথার ব্যাপারে আপাতত আপনার কথাই বিশ্বেস করতে হবে। ভালো। তো, এই বাড়িটাই যদি চান তো দরজায় দরজায় ঢুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন কেন? আর বিড়বিড় করে বকছিলেন কী?

ক। জানলেন কী করে?

প। আমার তো মাথার ঠিক আছে, আর চোখেরও মাথা খাইনি।

ক। [ওপরে তাকিয়ে] ও, আপনি ওই ছাত থেকে দেখছিলেন।

প। [ফিসফিসিয়ে] একটু সাবধান! বড়ো চুরিজোচ্চুরি হচ্ছে আজকাল, লোকে তাই যাকে-তাকে সন্দেহ করছে। কাল সন্ধেবেলায় তো একজন ঠায় দু-ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল ওখানে। আজ আবার আপনি। ভাগ্যি ভালো যে আমার চোখে পড়েছেন, অন্য কেউ দেখলে এতক্ষণে হাজতে থাকতেন—বুঝলেন? [উঁচু গলায়] এখন বলুন দেখি, কী চান এখানে।

ক। না—সে আপনাকে বলা যাবে না।

প। বটে? কাকে বলা যাবে তাহলে?

ক। আপনার বাবাকে।

প। তা আপনি কি আমার বাবাকে চান না বাড়ির মালিককে চান?

ক। দুজন কি আলাদা?

প। [যেন বাচ্চা ছেলেকে বোঝাচ্ছে] দেখুন, আমার বাবা এ-বাড়ির মালিকের চাকর হতে পারেন, আবার এ-বাড়ির মালিক আমার বাবার চাকর হতে পারেন। আমার বাবা এ বাড়ির মালিকের বাবা হতে পারেন, নয়তো দাদা, নয়তো খুড়ো, জ্যাঠা, জামাই—কী বলেন?

ক। ঠিক ঠিক। মাথাটা গোলমাল লাগছে আবার গোড়ার থেকে ভাবি—

Scanned by CamScanner

প। কাকে ডাকব বলুন—

ক। আপনার বাবা

প। তিনি যদি না থাকেন ?

ক। তাহলে যাকে খুশি

প। যেমন ?

ক। ধরুন, আপনার দাদাকে

প। চেনেন তাকে ?

ক। না

প। আলাপ আছে ?

ক। না

প। নাম জানেন তার ?

ক। [মরিয়া হয়ে] রক্ষে করুন—আপনার বাবাকে নয়তো এ-বাড়ির মালিককে নয়তো দুজনকে নয়তো একজনকে—আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে—যে কাউকে একটু ডেকে দিন না দয়া করে—

প। তা তো হয় না।

ক। [চারদিকে তাকিয়ে, স্বগত] কাউকে দেখছিও না যে এর নামটা জেনে নেব। [চেঁচিয়ে] ভদ্রে, বড়োই দরকারি কাজ আছে একটা। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—

প। সত্যি ? ছোঁবেন ? জানেন বাড়িসুদ্ধ সকলেরই পা ছুঁই আমি, কিন্তু আমার পা কেউ ছোঁয় না। আপনি ছোঁবেন ?

ক। শেষ হয়ে গেছি ? এক্কেবারে ধুলো হয়ে গেছি—! মা জননী, দয়া করে অন্তত একজন চাকরকে ডেকে দেবেন ?

প। জানতাম ! জানতাম যে ছোঁবেন না। অচেনা লোককেও আজকাল আর বিশ্বেস করা যায় না ! ঠিক আছে, আমিই তো দরজা খুলেছি, ভাবুন না কেন যে আমিই দরোয়ান। বলুন, কী চাই।

ক। [মন ঠিক করে নিয়ে] বেশ। নিশ্চয় আপনি পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ বিদ্যেসাগরের নাম শুনেছেন !

প। হতে পারে।

ক। তাহলে তাঁর একমাত্র ছেলে দেবদত্তের নামও শুনে থাকবেন। কবি। পণ্ডিত। বেদ-বেদান্ত গুলে খেয়েছেন। পৃথিবীর সেরা কবিতা লেখেন। লম্বা কালো চুল। সুন্দর মুখশ্রী। বয়স কুড়ি। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা। ওজন—

প। দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার তিনি কে হন ?

ক। বন্ধু। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে,

বলুন তো—আপনার তিনি কে হবেন। [হঠাৎ সব চুপ। কথাটা বুঝতে পেরে পদ্মিনীর লজ্জা]

প। মা ! [দৌড়ে চলে যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে কপিল]

ক। দেবদত্ত, বন্ধু, কেমন যেন লাগছে আমার। এর যে দেখি বিদ্যুতের মতো গতি ! আর তেমনি ধার ! এ তো তোমার মতো লোকের জন্যে নয় বন্ধু। এর যে ইস্পাতের মতো পুরুষ দরকার। তা, কী আর হবে। যাই—বাড়ির লোকের সঙ্গে কথাবার্তাটা বলে নিই। [কপিল চলে যায় ভিতরে]

অধি। আমাদের জ্ঞানী-গুণী দর্শকদের নিশ্চয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না যে এর পর কী হলো ? পদ্মিনী হলো ধর্মপুরের পয়লা সারির এক বেনের মেয়ে। লক্ষ্মী এসে তার ঘর ঝাঁট দিয়ে যান। আর দেবদত্তের ঘরে যেন সরস্বতী আছেন বাঁদী হয়ে। তাহলে, এই দুই ঘরে কাজ হতে আর বাধা রইল কী ? [বিয়ের বাজনা] পদ্মিনী তাহলে দেবদত্তের অর্ধাঙ্গিনী হলো। দেবদত্ত অবিশ্যি কপিলের ঋণ ভুলল না। পুরোনো দিনের মতোই রইল তাদের বন্ধুত্ব ! দেবদত্ত-পদ্মিনী—পদ্মিনী-কপিল ! ধর্মপুরের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, যেন রাম সীতা লক্ষ্মণ।

[দেবদত্ত আর পদ্মিনী]

প। এত দেরি করছে কেন বলো তো ? ঘণ্টাখানেক আগেই তো আসার কথা। [জানলা দিয়ে দেখে]

দ। জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়েছ ?

প। কোন্ সকালে—

দ। বিছানাপত্তর ? খোলা মাঠেই হয়তো শুতে হবে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কম্বল লাগবে কিন্তু দুটো।

প। হয়েছে হয়েছে। চাকরবাকরেরা করে রেখেছে সব !

দ। তোমার গায়ের চাদরটা। কিছু গরম জামা—

প। হয়েছে কী বলো তো ? অন্য সময় তো বই মুখে নিয়ে পড়ে থাকো, খেয়ে উঠে মুখ ধুতেও ভুলে যাও। আজ একেবারে লেগেই আছো সকাল থেকে—

দ। পদ্মিনী, অন্তত বার দশেক বলেছি তোমায়, এই বেড়ানোর ব্যাপারটা ভালো লাগছে না আমার। তোমার এখন এসব গোলমালে যাওয়া ঠিক না—বিশ্রাম দরকার। গোরুর গাড়ির চলা, সে একেবারে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে ছেড়ে দেবে। তোমার এ অবস্থায় খুব খারাপ। শুনবে না তো কিছুতে।

Scanned by CamScanner

প। এ অবস্থা! কী অবস্থা আমার? এমন করছ-না যে পৃথিবীতে আমারই যেন প্রথম বাচ্চা হবে। একটু হোঁচট খেলেই ভাবো যে অক্কা পেল বুঝি—

দ। ফের! থামবে একটু দয়া করে?

প। [হেসে] ভুল হয়ে গেছে। [জিব কেটে] আর এরকম বলব না।

দ। কী বলতে হয় না-বলতে হয়, তোমার কোনো ধারণাই নেই—বাচ্চা মেয়ের মতো কেবল ছটফট্, বক্‌বক্—

প। [জানলায় দেখে] কপিলের কী হলো বলো তো?

দ। আর 'কপিল কপিল' সারাদিন।

প। [চমকে গিয়ে] কী ব্যাপার।

দ। কী আর ব্যাপার! এই সেদিন, ভাবলাম ভাসের একটা নাটক পড়ে শোনাই তোমাকে, ঠিক এসে হাজির কপিল!

প। সেটা কি আমার দোষ? সে তো বিয়ের আগে থেকে তোমার বন্ধু। আসত না আগে যখন-তখন?

দ। কিন্তু ওর বোঝা উচিত আমার এখন বিয়ে হয়েছে। এখন আর আগের মতো চলে না—

প। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে দুষো না, দোষ আমার। তোমার কাছেই কবিতাটবিতার বাতিক হয়েছিল একটু, আমিই ভেবেছিলাম ভাস শুনতে ওর ভালো লাগবে হয়তো। ওর ইচ্ছে ছিল না আসবার, আমিই জোর করেছিলাম।

দ। জানি জানি।

প। তুমি এরকম রেগে যাবে জানলে বলতাম না।

দ। রাগের কথা নয় পদ্মিনী। কপিল আমার বন্ধু নয় শুধু, আমার ভাইয়ের মতো। সাতজন্ম তপস্যা করলে এমন বন্ধু মেলে। কিন্তু আমি যদি কেবল তোমাকেই কিছু পড়ে শোনাতে চাই, কেবল তোমারই সঙ্গে কাটাতে চাই কটা দিন—আর কেউনয়—সেটা কি অন্যায়? [থেমে] আর, ও এলে তো কবিতা পড়ার কথাই ওঠে না আর। শুধু 'কপিল কপিল' করে ঝাঁপিয়ে বেড়াবে।

প। এই, তুমি হিংসে করছ না!

দ। হিংসে? আমি? কপিলকে? সব কথারই তুমি এমন একটা মানে করবে

প। [সস্নেহে] হয়েছে হয়েছে, গোমড়ামুখো। মজা করছিলাম আমি। সত্যি, একটু মজাও বোঝো না তুমি।

দ। মজা? জানো না তো বুকে কেমন লাগে!

প। চুপ, চুপ। আচ্ছা, আমি কি জানি না তোমার মন কত বড়ো, কত উঁচু। তুমি যে কাউকে হিংসে করবে এ অসম্ভব। আমি যদি কাল কুয়োয় পড়ে মরি, শরীরটা পচে-গলে না উঠলে—

দ। পদ্মিনী—

প। আ ছি ছি, ভুলে গিয়েছিলাম। আর বলব না। কী জানো, আমি তো এইরকম সব বলতে বলতেই বড়ো হয়েছি, তাই মনে থাকে না ঠিক। কিন্তু তুমি এমন নরম! কেমন করে যে বাঁচবে তুমি, তাই ভাবি। একেবারে খোকনমণি!

দ। হুঁ।

প। কপিলকে নিয়ে রাগ করছ? কিন্তু কেন? জানো না যে তুমিই আমার সব, আমার সিঁথের সিঁদুর, আমার হাতের নোয়া, আমার দেব্‌তা? তাহলে? কপিলকে নিয়ে একটু মজা করি। এত সরল ও। দেখতেই একটা দৈত্য, কিন্তু একটুতে কেমন লজ্জা পেয়ে যায়, লাল হয়ে যায়—যেন বিয়ের কনে।

দ। [হেসে] এই কনেটিকে তো লজ্জা পেতে দেখিনি কখনো!

প। এই কনেকে শেখায়নি যে কেউ। এখন শিখছে [দুইজনেই হাসে। পদ্মিনী আনমনে যায় জানলার ধারে]

দ। [স্বগত] ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছে না ও? না কি ইচ্ছে করেই কপিলকে নাচাচ্ছে? কপিল তো লজ্জা পাবার ছেলে না। কিন্তু আজকাল যা হয়েছে। কেমন এসে ঘুর ঘুর করে। হাঁ করে ওর কথা গিলতে থাকে। আর ওই চোখের ভাষা। এসব কি টের পায় না পদ্মিনী! [পদ্মিনীকে] দেখো, কপিল ঠিক মেয়েদের সঙ্গে মিশে অভ্যস্ত নয়। নিজের মা ছাড়া আর কোনো মহিলাকে চেনেই না ও—

প। বলছ যে ওর আসা-যাওয়াটা ভয়ের ব্যাপার? কথার ছিরি দেখে কে বলবে তোমরা প্রাণের বন্ধু?

দ। যে কোনো কথারই এমন একটা পেঁচিয়ে মানে করো—

প। যাকগে, সত্যি যদি আজ তোমার যাবার ইচ্ছে না থাকে তো না-ই গেলাম। কপিল এলে বলে দিয়ো আমার শরীর ভালো নেই।

দ। কিন্তু, তোমার তো মন খারাপ হবে।

প। আমার? কেন? কয়েকমাস পরেই তো উজ্জয়িনীর মেলা বসবে, তখনই নয় যাব, কেবল আমরা দুজন। ঠিক আছে। আজকের যাওয়া বাতিল।

দ। (খুশি চাপবার চেষ্টা করে) সত্যি—তোমার যদি মন খারাপ না হয়—দেখো—এটাই কিন্তু ভালো। কপিলের কথা নয়, না না সেসব

Scanned by CamScanner

কিছু না। ও তো একেবারে খাঁটি সোনা। কিন্তু এইতো তোমার প্রথমবার—

প। প্রথমবার মানে কী? ছ-মাসে আর কবার বাচ্চা হবে বলতে চাও?

দ। ফের!

প। এই-যা! না, একটা কথাও না আর [হাসে দুজনেই] এবার খুশি তো?

দ। খুশি, খুশি! সারাটা দিন আমরা নিজেরা নিজেরা কাটাব। চাকর-বাকরেরাও বাড়ি চলে যাচ্ছে। আজকের মতো কেবল তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। কতদিন এ-রকম হয়নি বলো তো?

ক। [বাইরে থেকে] দেবদত্ত—

প। ওই কপিল এল। বলে দিয়ো তুমি [মঞ্চের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়]

ক। [ভিতরে এসে, টগ্‌বগ্‌ করছে] দেরি হয়ে গেল একটু, না? কী করব বলো। গাড়োয়ান তো সব ঠিক করেই রেখেছিল, কিন্তু এক নজর তাকিয়েই টের পেলাম ওর মধ্যে একটা গোরু কোনো কাজের না। ওটাকে বদলে দিতে বললাম। নইলে পনেরো দিনেও পৌঁছতাম কি না সন্দেহ। গাড়োয়ান তো—

দ। কপিল—

ক। লাগিয়ে দিল হৈ-হল্লা। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। আনতে হলো শেষে নতুন একটা। এইসব গাড়ি-ফাড়ির যা ঝামেলা। আমাদের নিজেদেরটা তো সেদিন চিত্রপুর চলে গেল—নইলে—

দ। কপিল, আজকে আমরা যাচ্ছি না।

ক। [হঠাৎ নিবে গিয়ে] যাচ্ছি না? ও!

দ। [ঈষৎ অপ্রস্তুত] ব্যাপারটা কী, পদ্মিনী একটু অসুস্থ—

ক। তাহলে তো—। সত্যি—। [চুপ] গাড়িটা তবে ফিরিয়ে দিই।

দ। তাই ভালো।

ক। নইলে আবার সারাদিনের জন্য ভাড়া চেয়ে বসবে।

দ। তাই তো।

ক। [স্বগত] চুকে গেল। সারাদিন এখন আমি করি কী? সারা সপ্তাহ জুড়ে কী করি? সমস্ত দুনিয়াটা যেন মুছে গেল সাত দিনের মতো। কেন এত ফাঁকা লাগে—কপিল, কপিল, শক্ত করে ধরো নিজেকে। ছেড়ে দিও না। পালাও এবার, পালাও—সাতদিনের মধ্যে আর এমুখো হয়ো না। দেবদত্ত রাগ করবে। পদ্মিনীরও হয়তো দুঃখ হবে। কিন্তু না, এসো না। পালাও পালাও। [প্রকাশ্যে] বেশ, তবে চলি আমি।

দ। একটু বসবে না?

ক। না না, আমাদের গোলমালে ওঁর হয়তো অসুবিধে হবে।

দ। তা ঠিক। তবে—এসো আবার।

ক। হ্যাঁ, পরে আসব।

প। [কপিল যাবার উদ্‌যোগ করতেই পদ্মিনী এগিয়ে আসে] এ কী, এখনও বসে আছো? দেরি হয়ে যাচ্ছে না? কখন আর বেরোব—

[বন্ধু-দুজন অবাক হয়ে তাকায়]

ক। শরীর যদি খারাপ থাকে, আজকের মতো—

প। কার শরীর খারাপ? দিব্যি আছি আমি। মাথাটা একটু ধরেছিল; তার জন্য যাওয়া আটকাবে না। [কপিলকে] কী, ওরকম পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? এইটে গাড়িতে তোলো। আর-সব চাকরেরা নিয়ে যাচ্ছে। [কপিল বিমূঢ়। কিংকর্তব্য ভেবে দেবদত্তর দিকে তাকাচ্ছে। সেখানে কোনো নির্দেশ নেই] ধরো শিগগির। না কি আমিই নিয়ে যাব? [কপিল চলে যায়। পদ্মিনী দেবদত্তকে বোঝায়] রাগ কোরো না। কী রকম ভেঙে পড়েছিল বেচারি! ভালো লাগে এটা, বলো? কটা দিন ধরে এরই জন্যে এত দৌড়ো-দৌড়ি করছে।

দ। [মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে] আমার বইগুলি কোথায়? ওগুলি নিতে হবে—

প। সোনামণি! জানতাম তুমি রাগ করবে না। বই আমি নিচ্ছি [চলে যায়]

দ। [চেঁচিয়ে] এই, না—আমি নিচ্ছি—তুমি তুলো না। [পিছনে পিছনে চলে যায়]

অধি। হে হৃদয়! অশান্ত হৃদয়, স্থির হও! লজ্জাবতী লতার মতো কেন লুকাও মুখ? পয়মন্তী ফুলের উপর সূর্যের কিরণ। বুদ্ধি বলে, বিদায় হৃদয় বিদায়! বুদ্ধি বলে, বিদায় হৃদয় বিদায়!

[কপিল পদ্মিনী দেবদত্ত, গোরুর গাড়িতে যাচ্ছে যেন। গাড়ি চালাচ্ছে কপিল]

প। কী সুন্দর চালাও তুমি কপিল! হাতের ইশারা পেতে না পেতেই ওরা বোঝে কোন্ দিকে যাবে। [কপিল হাসে] একটু নামলে হত না? সারাদিন বসে পা-দুটো যেন কাঠ হয়ে গেল।

ক। ঠিক কথা। হেই-হেই হ্যাট্।

[গাড়ি থামিয়ে নামল সবাই। পদ্মিনী পড়ে যাচ্ছিল, দেবদত্ত ধরে]

প। কী রাস্তা! কেবল পাথর আর পাথর। গাড়িতে বসে বোঝা যায়নি কিন্তু, এমন হাল্‌কা করে চালাচ্ছিলে তুমি—যেন ভেসে যাচ্ছিলাম। কপিল, দেখেছ, কী দারুণ গাছ ওটা! কী নাম—ওই যে ফুলে ফুলে ভর্তি?

Scanned by CamScanner

ক। ওকে বলে পয়মন্তী ফুল।

প। ওরকম নাম কেন ?

ক। দাঁড়াও, একটা ফুল নিয়ে আসি, দেখলেই বুঝতে পারবে। [প্রস্থান]

প। [স্বগত] কেমন তরতর করে উঠে যাচ্ছে, হনুমান একটা ! মুখ থেকে কথা খসিয়েছি কি না খসিয়েছি, জামাটামা খুলে মালকোঁচা মেরে ঝাঁপিয়ে উঠল ডালে। কী গড়ন শরীরের ! চওড়া কাঁধ—যেন ফুলে ফুলে উঠেছে পেশির সমুদ্র ! আর ওই ছোট্ট মেয়েলি কোমর—এমন অসহায় দেখায় !

দ। [স্বগত] সারাদিন তো মুখের বিরাম নেই। আর এখন, রা নেই মুখে !

প। [স্বগত] যেন কোনো দেবদূত ব্যাধ হয়ে জন্মেছে। কীভাবে শরীর বাঁকিয়ে দিচ্ছে, ঘুরিয়ে দিচ্ছে হাত, নাচের মতো যেন—

দ। [স্বগত] ওকে দোষ দিয়েই বা কী লাভ ! ও-রকম শক্তসমর্থ চেহারা, ও-রকম পুরুষালি শরীর ! কোনো মেয়ে কি আর ধরে রাখতে পারে নিজেকে ? কী বোকা আমি ! এতদিন আমি কেবল কপিলের চোখের ভাষাই দেখেছি, ওর কথা তো ভাবি নি। আজ ওর চোখে যে অতলতা, এতো আর আগে দেখিনি কখনো ! ভয় পেয়ো না দেবদত্ত, তাকাও তাকাও ওই শিখার দিকে তাকাও। দেখো কীভাবে ওর হৃদয় উপচে পড়ছে, দেখো, তোমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যাক, জ্বলে যাক, তবু দেখো, দেখো তুমি দেখো। না, কোনো আর্তনাদ নয়, কণ্ঠরোধ করো যন্ত্রণার, চোখের গহনতলে দেখো ওই ময়ূরের পাখা মেলে শিখা, দেখো দেখো, পুড়ে যাক অন্ধতা তোমার ! ফিরো না, তাকাও ভীরু, দেখো !

প। [স্বগত] কত—কতক্ষণ পারে লোকে ! কতক্ষণ। দেবদত্ত বুঝে ফেলে যদি ! [দেবদত্তের দিকে তাকায়। চোখাচোখি হয়। আবার মুখ ফিরিয়ে নেয় দুজনে]

প। [প্রকাশ্যে] ওই যে আসছে। চেয়েছিলাম একটা ফুল, নিয়ে আসছে দেখো এক রাজ্যের—। [যেন হাতভর্তি ফুল নিয়ে এল কপিল। ঢেলে দিল সামনে]

ক। এই দেখো, পয়মন্তী ফুল।

প। কেন পয়মন্তী, বলো এবার ?

ক। দেখছ না, সব এয়োতির চিহ্ন ? দেখো এই পাপড়িতে হলুদ, নীচে ওই লাল টিপ, যেমন তোমার কপালে—তারপর দেখো এইখানে—এই সরু দাগ চলে গেছে—যেন তোমার সিঁথি—তারপর—হ্যাঁ, এই

যে—বোঁটার কাছে দেখো একসার কালো ফোঁটা—ঠিক তোমার পুঁতির মালা—

প। কল্পনার দৌড় দেখো ! [দেবদত্তকে] নিয়ে নিয়ো তোমার কবিতায়। বেশ ভালো তুলনা হবে।

দ। যাব না আমরা ? দেরি হচ্ছে না ?

প। দাঁড়াও না একটু। গাড়ির মধ্যে কত যুগ যে বসে আছি তার ঠিক নেই। উজ্জয়িনীর পথ যে এত সুন্দর তা কে জানত।

ক। অন্যেরা একটু ঘুরপথে যায়। এদিকটায় তো জঙ্গল, বেশি কেউ আসতে চায় না এ-পথে।—ওই হলো ভাগীরথী নদী। এই নদীর ধারে ছিল ব্যাসদেবের কুটির। এখনও ওখানে রুদ্রদেবের এক মন্দির আছে।

দ। [হঠাৎ যেন জেগে] রুদ্র ! রুদ্রের মন্দির !

ক। ভারি সুন্দর। আর ওইখানে—ওই পাহাড়ের ওপর, কালীর মন্দির। [পর্দা হাতে ঢোকে দুজন লোক। পর্দায় কালীমূর্তি। অধিকারী সামনে একটি তরবারি রেখে যান] এক সময়ে খুব জাঁকজমক ছিল। এখন সব ভাঙাচোরা।

দ। [আচ্ছন্নভাবে] রুদ্রমন্দির !

ক। ওটাও খুব পুরোনো। তবে কালীমন্দিরের মতো অতটা ভেঙে পড়েনি। দেখবে না কি একবার ?

প। দেখব, দেখব।

দ। আগে কালীমন্দিরেই যাও-না।

ক। না না, ও-জায়গাটা ভীষণ হয়ে আছে। বাদুড় চামচিকে সাপখোপে ভর্তি। রাস্তাও নেই ভালো। যেতে হয় তো রুদ্রমন্দিরে চলো। ওটা একটু কাছেও হবে।

প। চলো।

দ। তোমরা যাও।

প। [একটু থেমে] তুমি ?

দ। আমি এই গাড়িটার কাছে থাকি।

ক। না না, এখানে চোরের উৎপাত নেই। [কিছু একটা অনুমান করে] নয়তো আমিই থাকি।

দ। না হে, তোমরা যাও। আমার একটু ক্লান্তও লাগছে।

প। [স্বগত] শুরু হলো আবার। রাগ দেখানো। দেখাক রাগ, ভারি তো ! [প্রকাশ্যে] এসো কপিল, আমরা যাই।

ক। কিন্তু—তোমার এই অবস্থায়—

Scanned by CamScanner

প। [ফেটে পড়ে] কী দুজনে অবস্থা-অবস্থা করে পাড়া মাথায় করছ ? না যেতে চাও, যেয়ো না। অজুহাত বানাবার চেষ্টা কোরো না।

ক। দেবদত্ত, বেশি দূর নয় কিন্তু, এলে পারতে তুমিও।

দ। বললাম তো যাও, ঝুলোঝুলি কোরো না এখন—

প। থাক, কারও যেতে হবে না। আমার জন্য তোমাদের কষ্ট করতে হবে না।

দ। [কপিলকে] যাও হে।

ক। [পদ্মিনীকে] চলো [দেবদত্তকে] তাড়াতাড়িই ফিরব আমরা। [কপিল পদ্মিনী চলে যায়]

দ। বিদায় কপিল বিদায়। বিদায় পদ্মিনী। রুদ্র তোমাদের আশীর্বাদ করুন। তোমরা আমার হৃদয়ের দুই টুকরো, সুখে থাকো তোমরা। তাতেই আমার সুখ। শক্তি দাও রুদ্রদেব, শক্তি দাও পিতা।

[খুব কষ্ট করে খাড়াই পথ বেয়ে কালীমন্দিরে পৌঁছয়, কালীর পায়ে লুটিয়ে]

মা ভবানী, ভৈরবী, কালী, দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, বিশ্বজননী, আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভুলে গিয়েছিলাম মা, আমাকে ক্ষমা করো! তুমি আমার জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছ, পদ্মিনীকে এনে দিয়েছ তুমি, কিন্তু আমি আমার কথা রাখিনি। মার্জনা করো মা, এই মুহূর্তে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব। [তরবারি তুলে] অসীম তোমার করুণা! এমন একটা জনহীন চত্বরেও একটা অস্ত্র রেখে গেছে কে! এ-অস্ত্রে কত প্রাণ যে ছিন্ন হয়ে পড়েছে তোমার পায়ে কে জানে। [আর্তভাবে] এই নাও মা আরো একটা বলি। এই আমার ছিন্ন শির অঞ্জলি দেব তোমায়। [শিরশ্ছেদ। কষ্টেসৃষ্টে। রক্তের নদী। দীর্ঘ নীরবতার পর কপিল আর পদ্মিনী আসে কথা বলতে বলতে]

প। খুব ঠকে গেল ও! কী সুন্দর জায়গা, চমৎকার! স্বর্গপুরী যেন। অবশ্য এ-সবে ওর অত টানও নেই। আসলে—[দেবদত্তকে দেখতে না পেয়ে] গেল কোথায় ? [দুজনে চারদিকে তাকায়] বলল যে এখানেই থাকবে ?

ক। দেবদত্ত! দেবদত্ত!

প। ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায়। কিন্তু কোথায়-বা যাবে। চলতে-ফিরতে তো পায়ে কাঁটা ফোটে।

ক। দেবদত্ত!—

প। চ্যাঁচাবার কী হলো ? আসবে এখুনি, বোসো। [ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চমকে ওঠে কপিল] কী হলো ?

ক। পায়ের দাগ। ওই দিকেই গেছে নিশ্চয়। [থেমে] কিন্তু ওদিকে তো কালীমন্দির। [চলে যায়]

প। চললেন! সত্যি, আমার চেয়ে যেন দেবদত্তকে নিয়েই ওর মাথাব্যথা বেশি। [বসে পড়ে। কপিল কালীমন্দিরে যায়। স্বভাবতই দেবদত্তের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি। ছিন্নশির দেখে আর্তনাদ। দেবদত্তর কাটামুণ্ড হাতে নিয়ে]—

ক। কী করলে দেবদত্ত, এ কী করলে। এত রাগ তোমার, এত ঘেন্না ? ভুলে গেলে, আমিই তোমার জন্যে মরতে পারতাম ? তুমি আগুনে ঝাঁপ দিতে বললে তাই দিতাম আমি। এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললে তাই যেতাম। এত ঘেন্না যে তাও বলতে পারলে না ? আমার অন্যায় হয়েছিল ? কিন্তু তুমি তো জানো যে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারি না আমি! আমি যে কিছু ভাবতে পারি না—সেইজন্যেই ছেড়ে গেলে আমায় ? তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না! এক মুহূর্তও না। দেবদত্ত, বন্ধু, সখা [তরবারি তুলে] বেঁচে থেকে আমাকে পায়ে ঠেলেছ, মরণে আমাকে পাশে নাও! আমিও আসছি বন্ধু। তোমার পথই আমার পথ। [শিরশ্ছেদ, দিব্যি সহজেই]

প। হলো কী ওদের ? কপিলেরও পাত্তা নেই! এতক্ষণ ধরে নিশ্চয়ই খুঁজছে না ? কতদূরেই বা যেতে পারে দেবদত্ত! নিশ্চয়ই ওদের দেখা হয়েছে আর বসে কোথাও আড্ডা দিচ্ছে। না, ও বোধহয় এখনও মুখ ঝুলিয়ে আছে আর কপিলকে দগ্ধাচ্ছে এইভাবে। সেইটেই হবে। (একটু থেমে) কোথায় সব—অন্ধকার হয়ে এল, এইভাবে একটা মেয়েকে একলা ফেলে রেখে—আমিও বরং খুঁজি। পথে যদি আমায় সাপে কাটে তো খুব আক্কেল হবে ওদের। আস্তে আস্তে মন্দিরে পৌঁছয়] বাব্বা, কী অন্ধকার! কিছু যদি দেখা যায় চোখে! কপিল—কপিল—দেবদত্ত। নেই তো কেউ। কী করি এখন ? এই রাতে ? একলা। [শব্দ শুনে] ও মা গো! কিসের শব্দ ? বাঘ নয় তো ? মা কালী, তুমিই ভরসা। [একটা শরীরে হোঁচট খায়] এটা কী আবার ? এটা ? [শরীরদুটো দেখে আর্তনাদ করে ওঠে] হা ঈশ্বর! এটা কী! দুজনেই, দুজনেই শেষ ? একবার আমার কথা ভাবল না ? কী করি এখন ? কী করব আমি ?

হা দেবদত্ত, এভাবে আমায় একলা ফেলে গেলে ? এই তোমার ভালোবাসা ? আর কপিল ? তুমিও ?—কী স্বার্থপর তোমরা, কী নিষ্ঠুর! আমি এখন কী করি, কোথায় যাই! বাড়ি ফিরব কেমন করে ? [থেমে] বাড়ি ? কিন্তু বাড়ি গিয়ে বলব কী ? লোকে

Scanned by CamScanner

বলবে না, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের জন্য দুবন্ধু কামড়াকামড়ি করে মরেছে ? বলবেই। তাহলে ? না, অসম্ভব, হে মা জননী, কপিল নেই, দেবদত্ত নেই, তাহলে এ জীবনের কোনো মানে নেই। [তরবারি তুলে বুকে বসাতে যাবে, এমন সময়ে পর্দার পিছন দিক থেকে]

স্বর। অ্যাই—[পদ্মিনী স্তব্ধ] নামাও বাপু, নামাও।

প। [ভয় পেয়ে পদ্মিনী লাফিয়ে ওঠে, তরবারি ছুঁড়ে ফেলে, মন্দির থেকে দৌড় লাগায়, তারপর থেমে] কে ? [উত্তর নেই] কে ওখানে ? [জোর ঢাকের বাজনা। পদ্মিনী চোখ বন্ধ করে। পর্দার পিছনে কালীর রক্তরাঙা হাত ওঠানো। পর্দা একটু নামে, তারপর সরে যায়। দেখা যায় এক ভয়ংকরী মূর্তি। বাজনা বাজে। কালী হাত নামান, মুখ বন্ধ করেন, আসলে হাই তুলছিলেন]

কালী। ঠিক আছে। চোখ খোলো। কী বলবার আছে তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় কম।

প। [চোখ খুলে ওই মূর্তি দেখে পদ্মিনী দৌড়ে গিয়ে পায়ে পড়ে] জননী, মা জননী।

কা। হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে। সে এক সময় ছিল বটে—অনেক অনেক আগে—এই সময়টায় হতো মঙ্গলারতি। হাজার হাজার ভক্তে ছেয়ে থাকত প্রাঙ্গণ, শাঁখ ঢাক করতালে কানে তালা লেগে যেত। এ সময়টা তাই আমায় জেগে থাকতেই হতো। এখন অভ্যাসটা চলে গেছে [হাই তুলে] বেশ, বলো কী চাও। বলে ফেলো। খুশি হয়েছি তোমার ওপর।

প। মা আমাকে বাঁচাও।

কা। সে তো আগেই বাঁচিয়েছি।

প। একে কি বাঁচা বলে মা ? পৃথিবীতে কাউকে যে মুখ দেখাবার উপায় রাখিনি। আমি তো—

কা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসব তো বলা হয়ে গেছে। এককথা একশোবার বোলো না। যা বলি তাই করো। ওই মুণ্ডুগুলি জায়গামতো বসাও, আর ওই তলোয়ারটা দিয়ে একটু চাপ দাও মাথায়। ঠিক হয়ে যাবে সব।

প। মা, তুমি আমাদের জীবন, তুমি আমাদের মরণ, তুমি আমাদের ক্ষিতি অপ্……

কা। ব্যস ব্যস, ছেঁটে ফেলো ছেঁটে ফেলো ! যা বলছি করো। তাড়াতাড়ি। ঘুমে শরীর ভেঙে পড়ছে।

প। [ইতস্তত ক'রে] একটা কথা জিজ্ঞেস করব মা ?

কা। বেশি বড়ো যদি না হয়।

প। জননী, এমন কিছু কি হতে পারে যা তুমি আগে থেকেই জানো না ? অতীত ভবিষ্যৎ তো তোমার হাতের মুঠোয়। তাহলে দেবদত্তকে আর কপিলকে আগেই ঠেকালে না কেন মা ? ওদের যে-কোনো একজনকে বাঁচিয়ে রাখলেই তো আমাকে এই যন্ত্রণায় পড়তে হতো না। এতক্ষণ চুপ করে ছিলে কেন মা ?

কা। [বিস্মিত] এইসব ভাবনা এখন ভাবতে পারছ তুমি ?

প। মা—

কা। আসলে আমার একটু ঘুম-ঘুম লাগছিল। তা নইলে ওদের ঘাড় ধরে ছুঁড়ে ফেলতুম না ?

প। কেন ?

কা। বজ্জাত সব, হাড়বজ্জাত ! মরবার আগেও মিথ্যে না বলে ছাড়ে না। ঐ যে দেবদত্ত—প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, মাথাটা দেবে রুদ্রকে আর হাতদুটো দেবে আমায়। ভেবে দেখো ব্যাপারটা—মাথাটা ওকে, আর হাতদুটো আমায় ! আর তুমি জোরজার করে রুদ্রমন্দিরে গেলে বলে ইনি এখানে এসে মাথাটা কেটে বসে আছেন। আবার কায়দা কত—যেন প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্যেই করছে এটা—আর কিছু নয় ! তারপর এই কপিল ! মরল আমার সামনে—কিন্তু কী, না, বন্ধুর জন্য ! ভেবে দেখো ! ভদ্রতা করেও একবার আমার কথা বলল না। আর কী মিথ্যে। বন্ধুর জন্য মরছে ! ব্যাটা জানত ঠিক যে ফিরে গেলে লোকে ধরবে ওকে, সবাই বলবে তোমার জন্য বন্ধুকে ও খুন করেছে। সে ভয় না থাকলে ভাবছ ও তোমাকে জাপটে ধরত না এইখানেই ? কিন্তু তবু ঐ, 'বন্ধু, সখা !' —হ্যাকা ! এক তুমিই দেখলাম সত্যি কথা বলেছ।

প। তোমারই করুণা, মা !

কা। এর মধ্যে আবার আমাকে কেন ? সত্যি বলেছ, কেননা তুমি ঘোর স্বার্থপর—এই তো ব্যাপার। যাকগে, আর বোকো না। যা বললাম তাই করো। চোখ বোজো।

প। হ্যাঁ, এই যে [পদ্মিনী তাড়াহুড়ো করে এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে লাগিয়ে দেয়, ঘাড়ের ওপর তরবারির চাপ দেয়, তারপর কালীকে নমস্কার করে এগিয়ে আসে, মূর্তির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়, চোখ বন্ধ।] আমি তৈরি !

কা। বৎসে ? বদমাইসিরও একটা সীমা থাকা উচিত। যাই হোক,—তাই যদি চাও, তথাস্তু !

[ঢাক বেজে ওঠে। পর্দা তুলে ধরা হয়, তার পেছনে চলে যায় মূর্তি। মঞ্চ ছেড়ে যায়। পদ্মিনী অনড়, চোখ বন্ধ। ঢাক থামল। নীরবতা।

Scanned by CamScanner

শরীর দুটি নড়েচড়ে ওঠে। ভারী দীর্ঘশ্বাস। উঠে বসে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে। এর পর থেকে দেবদত্তের মুখঅলাকেই 'দেবদত্ত' বলা হবে, কপিলও সেইরকম]

দ। কী হয়েছে ?

ক। কী হলো ?

প। [পদ্মিনী চোখ খোলে, ওদের দিকে তাকায় না এখনও] দেবদত্তের গলা ! কপিলের গলা ! [আনন্দে লাফিয়ে] কপিল ! দেবদত্ত ! [দৌড়ে যায়, তারপর হঠাৎ স্তব্ধ]

ক। কে ?

দ। পদ্মিনী ?

ক। হয়েছে কী ? আমার মাথাটা—ওঃ এত ভার লাগছে !

দ। আমার গায়ে এমন ওজন মনে হচ্ছে, যেন কয়েক মণ !

প। [বিমূঢ়] কী করলাম আমি ? এ কী করলাম হে মা কালী—বাঁচাও আমায় ; কী করলাম এটা, এখন কী করি ? কী করি এখন ? [কান্না]

দ। [একটু সতেজ] কাঁদছ কেন, কী হলো ?

ক। হলো কী ?

প। কী বলব ! কী ভাবে বোঝাই। তোমরা দুজন গলা কেটে ফেলেছিলে, মা-র দয়ায় বেঁচেছ। কিন্তু অন্ধকারে—ভুল করে—আমি—মাগো—আমি তোমাদের মাথা ওলটপালট করে বসিয়েছি, একেবারে উলটোপালটা। দয়া করো আমায় ; আমার বাঁচার কোনো মানে নেই ; দয়া করো !

ক। ওলটপালট !

দ। মাথা ?

[দুজন দুজনকে দেখে, তারপর হাসিতে হাসিতে ফেটে পড়ে। পদ্মিনী বোঝে না সে কী করবে। পরে সে-ও শুরু করে হাসি]

দ। ওলটপালট মাথা !

ক। মাথা ওলটপালট !

দ। এর মাথা ওর ঘাড়ে।

ক। এর ঘাড়ে ওর মাথা !

দ। কী অসম্ভব ব্যাপার ! এতদিন আমরা কেবল বন্ধু ছিলাম।

ক। আর এখন আমাদের রক্তের সম্পর্ক ! রক্তের সম্পর্ক ! [হাসতে হাসতে] কী চমৎকার !

দ। [পদ্মিনীকে] দয়া ? দয়ার কথা বলছিলে ? এ তো তোমার অশেষ করুণা।

ক। কী ভাষায় তোমায় ধন্যবাদ দেব !

দ। এর মাথা ওর ঘাড়ে !

[হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই, তারপর হাত ধরে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, গান—]

ওলটপালট কেমন
ওঠন-পড়ন-নামন—
এ-ই কি ও, না ও-ই কি এ, তা
বুঝতে পারে না মন !

ক। ওঃ একেবারে শেষ !

প। মরে গেছি !

দ। এ রকম কাণ্ড ভাবা যায় কখনো ?

প। তোমাদের গলাকাটা দেখেই তো আমার হয়ে গিয়েছিল ! কিন্তু বেঁচে ওঠাটা আরও সাংঘাতিক। ভয়ে প্রায় মরে যাচ্ছিলাম। [হাসে সবাই]

ক। কেউ বিশ্বাস করবে, বলো ?

প। [হঠাৎ] বলব না কাউকে।

ক। কিন্তু না বলে চলবে কী করে ? বুঝে ফেলবে তো !

দ। বুঝবে না কেউ। বাজি রাখো !

প। চলো এবার, যাই।

ক। বেশ দেরি হয়ে গেছে।

দ। উজ্জয়িনী আর নয়। এবার বাড়ি ফিরব আমরা।

ক। তাই।

প। হ্যাঁ, উজ্জয়িনী সারা জীবন পড়ে আছে। চলো। [উঠে পড়ে। হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে সবাই] সত্যি দেবদত্ত, বাড়িতে কী করে লুকোবে ব্যাপারটা ? খালি গায়ে দেখলেই তো বুঝে ফেলবে সবাই।

দ। বলছি তো ভেবো না অত, আগে চলো তো—

ক। কিন্তু ওর সঙ্গে এখন কী তোমার ?

দ। [থেমে] মানে ?

ক। মানে পদ্মিনী তো আমার সঙ্গে যাচ্ছে, তাই না ? ও তো আমার বৌ, না কি ?

প। কী বলছ কপিল ?

ক। বলছি, তুমি তো দেবদত্তের বৌ। তা, এই তো দেবদত্তের শরীর। আমার বৌ তো তুমি।

প। থামো—

দ। আহাম্মকের মতো কথা বোলো না। দেবদত্ত তো আমি—

Scanned by CamScanner

প। [কপিলকে] লজ্জা করে না তোমার ?

ক। লজ্জা ! কী ব্যাপার ? এই তো দেবদত্তের শরীর—

দ। জানি জানি। তোতাপাখির মতো ঐ এক কথা বলতে হবে না। শাস্ত্রবচন অনুযায়ী, মাথাই হলো মানুষের পরিচয়—

ক। [রেগে] হতে পারে তা। কিন্তু সোজাসুজি কথাটা হচ্ছে : ও কার বৌ ? [ডান হাত তুলে] এই হাত দিয়ে বিয়ের সময় ওকে নিয়েছি। এই শরীরের সঙ্গে এই ক-মাস ও কাটিয়েছে। এই শরীরের বীজ ও বয়ে বেড়াচ্ছে ওর পেটে।

প। [এ যুক্তিতে ভয় পেয়ে] না, না, না, হতে পারে না। কিছুতেই না। [দেবদত্তের কাছে দৌড়ে গিয়ে] এটা হতে পারে না দেবদত্ত।

দ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারে না। ওটা বোকা। [কপিলকে] অগ্নি সাক্ষী রেখে যখন একজন আর একজনকে বিয়ে করে, তখন একটা শরীরকে নেয় না কেউ, নেয় একটা গোটা মানুষ। পদ্মিনী কি দেব-দত্তের শরীরটাকে বিয়ে করেছিল? বিয়ে করেছিল দেবদত্তকে, দেবদত্ত মানুষটাকে।

ক। তা যদি বলো তো আমিই সেই মানুষটা। আমার দেবদত্তের শরীর, তাই আমিই দেবদত্ত।

দ। শোনো, মানুষের সব প্রত্যঙ্গের মধ্যে গুরুত্বে, অবস্থানে, মাথাই হচ্ছে সেরা। আমার মাথাটা দেবদত্তের, তাই আমি দেবদত্ত। শাস্ত্রবচন অনুযায়ী—

ক। চুলোয় যাক তোমার শাস্ত্র। সব সময়েই তোমার সুবিধেমতো কথা বলে তোমার শাস্ত্র। পবিত্র অগ্নি সাক্ষী রেখে ও দেবদত্তের শরীরটাকে বিয়ে করেছিল, এইটেই যথেষ্ট কথা—

দ। [হেসে] শুনলে পদ্মিনী ? ও না কি দেবদত্ত, আর শাস্ত্রকে ও অপমান করছে ! দেবদত্ত কখনো তা পারে ?

ক। যত খুশি শাস্ত্র আওড়াও তুমি, ও-আমি কড়ে আঙুল দিয়েও ছুঁই না। চলে এসো পদ্মিনী—[এগিয়ে যায়। বাধা দেয় দেবদত্ত]

দ। খবরদার !

প। চলে এসো দেবদত্ত। এ বদমাসের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, চলো।

দ। চলো—

ক। [বাধা দিয়ে] আমার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় চলেছ বন্ধু ?

দ। [কপিলকে ধাক্কা দিয়ে] সরে যা, ব্যাটা খচ্চর—

ক। [জয়োল্লাসে] গায়ের জোর দেখাচ্ছে ! আর কী ভাষা ! পদ্মিনী, বোঝো—। দেবদত্ত কি এরকম করতে পারে ? এ তো কপিলের—

দ। এসো পদ্মিনী—

ক। যাও : কিন্তু ভেবেছ কি যে আমার বৌকে নিয়ে ভেগে যাবে আর আমি কিছুই করব না ? কোথায় যাবে ? কদ্দূর ? বড়ো জোর শহর অব্দি ! আমিও যাব। চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব। দেখি কী হয় ! [দেবদত্ত থেমে যায়]

প। চ্যাঁচাতে দাও ওকে। তাকিয়ো না ওদিকে।

দ। না, কথাটা বলেছে ঠিক। এখানেই একটা মীমাংসা হওয়া ভালো। শহর জুড়ে একটা কুৎসা হবে। সেটা ঠিক না।

প। ওর কথায় কান দিচ্ছে কে ! তোমাকে দেখেই তো সবাই চিনবে।

ক। ধর্মপুরের লোকেরা আমার শরীর চেনে না, না ? কুস্তির আখড়ায় হাজারবার দেখেনি ওই শরীর ? শরীর দেখিয়ে কত পুরস্কার পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। দেখো কী হয়—

প। [অনুনয় করে] এভাবে আমাদের সর্বনাশ করছ কেন ? এত দিন ধরে আমাদের এত আপনজন ছিলে, এত—

ক। কী চাও তুমি জানি আমি পদ্মিনী। দেবদত্তের বুদ্ধি আর কপিলের বীর্য তুমি একসঙ্গে চাও—

প। চুপ ! শয়তান !

দ। বেশ, তাই যদি চেয়ে থাকে, দোষ তো কিছু নেই এতে। সব মেয়েই তা চায়, একটা সমর্থ শরীরের আকর্ষণ—

ক। সে তো ঠিক। তাই বলে এ হতে পারে না যে সে-মেয়ে যার-তার হাত ধরে ঘর ছেড়ে ভেগে যাবে—

প। ভগবান, এ ইতরের হাত থেকে বাঁচাবে কে। [পদ্মিনী যন্ত্রণায় ছটফট করে]

দ। এ ভাবে কোনো মীমাংসা হবে না কপিল।

ক। আমাকে দেবদত্ত বলো কপিল।

দ। সে যেই হও তুমি, এভাবে কোনো মীমাংসা হবে না—

ক। সে তো ঠিক। পদ্মিনীর খেয়ালমতো তো আর মীমাংসা হতে পারে না !

দ। তাহলে বলো এ সমস্যার সমাধান কী ? [সবাই অনড় হয়ে যায়]

অধিকারী। বলুন, কী মীমাংসা এ সমস্যার ? এই তিন হতভাগ্যের পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর উপর, কিন্তু মীমাংসা কোথায় ? চিররহস্যে ঢাকা থাকবে ওদের ভাগ্য ? দর্শকের গলায় এমন একটা প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়ে তো তাদের বিদায় দেওয়া যায় না। সেটা তাদের অপমান করা। সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে হয় আমাদের। তবে

Scanned by CamScanner

ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে, তাই খুবই ভেবেচিন্তে এগোতে হবে। তাড়াহুড়ো করলেই মুশকিল। তাই এখন দশ মিনিটের বিরতি, একটু চা-সিগারেট খেয়ে নিন আপনারা, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন একটু পরে আবার খোঁজ খবর নেওয়া যাবে—

২

অধি। কী মীমাংসা এ সমস্যার? এই তিন হতভাগ্যের পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যার ওপর, তার মীমাংসা কোথায়? অনেক অনেকদিন আগে, বিক্রমাদিত্য যখন রাজা ছিলেন, তাঁকে এই প্রশ্ন করেছিল বেতাল। চোখের পলকে না কি সমাধান বলে দিয়েছিলেন বিক্রমাদিত্য। কিন্তু তাঁর সেই শাস্ত্রের যুক্তি, তাঁর ন্যায়সংগত বিচার— সে কি পছন্দ হবে আমাদের দর্শকমশাইদের? এরা তিনজনও এক মহর্ষির কাছে জানতে চাইল সমাধান। আর সেই ঋষি, বিক্রমাদিত্যের ধরণেই বলে গেলেন: [উঁচু ভারী গলায়] 'স্বর্গের কল্পবৃক্ষ যেমন বৃক্ষকুলে শ্রেষ্ঠ, মানুষের প্রত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি শির। তাই দেবদত্তের মাথা যার, সেই দেবদত্ত। সেই হলো বৈধমতে পদ্মিনীর স্বামী।' [অনড় তিনজন সাড় ফিরে পায়। দেবদত্ত পদ্মিনী লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়ায়। কপিল সরে যায় এক কোণে]

দ। [জড়িয়ে ধরে] পদ্মিনী, আমার পদ্মিনী—

প। রাজা—রাজা আমার—

দ। আমার বিদ্যুৎশিখা—

প। আলো, আমার জীবন—

দ। সূর্যমুখী ফুল আমার—

প। দেবতা, আমার ইন্দ্রদেব—

দ। আমার ইন্দ্রপুরীর রানী!

প। [কাঁধে হাত বুলিয়ে] এসো। চলো আমরা যাই। তাড়াতাড়ি। কোমল ঐ মাটি, দুলে উঠছে সবুজ ঘাস, চলো আমরা যাই।—

দ। চলো,—দূরে ওই ছায়াবট, আকাশ ঢেকেছে চন্দ্রাতপে।

প। কী প্রশস্ত বুক! এই, আর কোনো চন্দ্রাতপ নয়।

দ। পেলব পদ্মিনী দোলে, দোলে। আর কোন্ দোলা চাই আমি।

প। নতুন শরীর নিয়ে এল প্রিয়, এল প্রিয়তম।

দ। [পৌরুষের হাসি] উৎসুক রমণী ছাড়া কে এই শরীর নেবে আর।

প। চলো যাই। [থামে] দাঁড়াও একটু। [কপিলের কাছে দৌড়ে গিয়ে] মন খারাপ কোরো না কপিল। আবার দেখা হবে। হবে না? [চুপি চুপি] দেবদত্তের সঙ্গে না গিয়ে আমার উপায় নেই। কিন্তু মনে রেখো আমি তোমারই শরীরের সঙ্গে আছি। এই ভেবে একটু খুশি হও। [দেবদত্তের কাছে গিয়ে] চললাম, কপিল।

দ। [কপিলকে] চললাম। [জড়াজড়ি করে চলে যায় দুজন। কপিল চুপ। তারপর]

অধি। কপিল—কপিল—[উত্তর নেই] দুঃখ কোরো না। সবই ভাগ্যের ব্যাপার কপিল—

ক। কপিল? কে কপিল? আমি? আমি কেন কপিল হব? [চলে যায়]

অ। এইভাবে ভিন্ন হয় পথ। বনের মধ্যে মিলিয়ে যায় কপিল। ধর্মপুরে আর যায়নি সে। দেবদত্ত আর পদ্মিনী ধর্মপুরে ফিরে দাম্পত্যসুখে ডুবে যায় একেবারে।

[পদ্মিনী সেলাই করছে। দুটো পুতুল হাতে আসে দেবদত্ত।]

দ। [পিছন থেকে] এই—

প। [কেঁপে উঠে] কে? ও, তুমি। সত্যি, যা চমকে দিয়েছিলে! সূঁচ ফুটে গেল হাতে। দেখো রক্ত পড়ছে।

দ। চ্-চ্! সত্যি? দাও একটু চুষে দিই।

প। খুব হয়েছে—থাক্। নিজেই পারব [পুতুল দেখে] ভারি সুন্দর তো। কার জন্যে?

দ। কার জন্যে? আমাদের জন্যে। আসছে না একজন? তার সঙ্গীসাথি চাই না?

প। ওঃ, সে তো ক-মাস বাকি এখনও, তাছাড়া—

দ। বাকি তো! কিন্তু সব সময়ে কি পাওয়া যায়? এ হলো উজ্জয়িনী মেলার পুতুল, আলাদারকম তৈরি—

প। সুন্দর [আদর করে] একেবারে সত্যিমতো—না? কেমন চক্ চক্ করছে চোখ। কী সুন্দর গালদুটো। [চুমু খায়]

দ। মেলায় ভারি একটা মজার ব্যাপার হলো, জানো। গান্ধারের এক পালোয়ান তাল ঠুকে বেড়াচ্ছিল, বলে কি না—কে লড়বি আয়! ভিতরে ভিতরে কী যে একটা হলো জানি না, হঠাৎ দেখি জামাটামা খুলে আমিই গিয়ে হাজির!

প। [পুতুলের দিকে মন রেখে] না! তুমি আবার কুস্তি লড়লে কবে!

দ। সেসব তো ভাবিনি। কেমন যেন হলো একটা ভিতরে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধরাশায়ী হলো লোকটা।

Scanned by CamScanner

প। [হেসে ওঠে] এই সেদিন কাকে লাঠি খেলায় হারালে। আজ আবার এই। এসব কোরো না বেশি। লোকের সন্দেহ হবে না?

দ। খালি গায়েই তো দাঁড়িয়েছিলাম, কেউ তো সন্দেহ করেনি কিছু! একজন বলল, কী হে, কপিলের কাছে শিখেছ নাকি কুস্তি?

প। তাতে আর সন্দেহ কী! [দুজনের হাসি]

দ। জানো, আগে আমার মনে হতো, কুস্তিই করো আর সাঁতারই কাটো, সবই একটু মাথা খাটিয়ে করা দরকার। কিন্তু এমন হয়েছে এখন, কিছু ভাববার আগেই শরীরটা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। এই তো দেখো কদিন ধরে দৌড়ে বেড়াচ্ছি কেবল, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, কিন্তু একটুও তো কই ক্লান্ত লাগে না! [লাফিয়ে উঠে] এই, চলো যাই সোনাই দীঘির ধারে গিয়ে চড়ুইভাতি করি। আর বেশ প্রাণ ভরে সাঁতার কাটা যাবে।

প। [ঠাট্টা করে] আমার এই অবস্থায়!

দ। আঃহা তোমায় তো সাঁতার কাটতে বলিনি। তুমি বসে থাকবে পাড়ে, দেখবে চারিদিক। তবে, ছেলেটা একবার হয়ে যাক-না, তোমাকেও সাঁতার শিখিয়ে নেব।

প। খুব যে ছেলে-ছেলে করছ। মেয়ে যদি হয়?

দ। তোমার মতো মেয়ে যদি হয় তো দুজনকে একসঙ্গে শেখাব!

প। সত্যি? [দেবদত্ত পদ্মিনীকে কাছে টানতে চেষ্টা করে] আচ্ছা— গায়ে এমন গন্ধতেল মাখো কেন তুমি?

দ। ভালো নয়?

প। হ্যাঁ,—কিন্তু

দ। কিন্তু কী?

প। তোমার একটা অন্যরকম গন্ধ ছিল আগে। আমার ভালো লাগত বেশ।

দ। আমি বাচ্চা বয়স থেকে মাখছি গন্ধতেল!

প। না, তা বলছি না। মানে, সেই যে আমরা কালীমন্দির থেকে ফিরছিলাম না?—তখন তোমার গায়ে এমন পুরুষ-পুরুষ গন্ধ ছিল একটা।

দ। তুমি বলছ সেই কপিলের গায়ের গন্ধ? [অবিশ্বাসে] সেইটে তোমার ভালো লাগত?

প। [একটু থেমে, হালকাভাবে] না, ঐ বলছিলাম আর কী। চলো আমরা যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে [চলে যায়। দীর্ঘ নীরবতা]

পুতুল ১। বাড়িটা মন্দ না।

পুতুল ২। আরও খারাপ হতে পারত। আমার তো ভাবনাই হচ্ছিল।

পু ১। রাজপুরীতেই তো যাবার কথা আমাদের! কোনো রাজকুমারই কেবল যোগ্য হতো আমাদের!

পু ২। ধুলো ঝাড়ত রোজ।

পু ১। পোশাক পরাত মখমলের।

পু ২। বসিয়ে রাখত গদিতে।

পু ১। সপ্তাহে সপ্তাহে পাল্টে দিত পোশাক।

পু ২। পুতুলঅলার বুদ্ধি থাকলে আমাদের বেচত না কখনও।

পু ১। এর হাতদুটো যেন কাঠ—

পু ২। মুঠো যেন লোহার—

[দেবদত্ত দৌড়ে এসে পুতুলদুটোকে নানারকম আদর করে]

দ। পুতুলসোনা পুতুলসোনা, রাজার কুমার এল, তোদের রাজার কুমার এল।

পু ১। [ব্যথায়] দৈত্য! দৈত্য একটা!

পু ২। [ব্যথায়] পশু! পশু একটা!

দ। এই যে, অধিকারী মশাই, একটু মিষ্টিমুখ করুন। আর কাল আপনার নেমন্তন্ন আমাদের এখানে।

অ। কী ব্যাপার? উপলক্ষটা কী?

দ। সে কী কথা! শোনেননি? আমার যে একটা রত্ন এসেছে, একটা খোকা, ফুলের মতো ফুটফুটে [নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায়। দীর্ঘ নীরবতা]

পু ১। খুদে শয়তানটা সারাদিন চ্যাঁচাচ্ছে—

পু ২। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তছনছ করছে সব।

পু ১। কী দশা আমাদের!

পু ২। দোষ আমাদেরই। ওর স্বপ্নে যখন বাচ্চাটাকে দেখেছিলাম, তখনই ভাবা উচিত ছিল।

পু ১। দেখা উচিত ছিল মেয়েটা দিনদিন ফুলছে।

পু ২। কেমন ফেঁপে উঠছিল, দিনের পর দিন, কেউ যেন হাওয়া ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভিতরে—

পু ১। কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল।

পু ২। [গম্ভীর] তখনই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

পু ১। তারপর এল এই শয়তানের বাচ্চা।

পু ২। এই মাংসের ডেলা।

পু ১। চোখ নেই কান নেই।

পু ২। কিন্তু আদর কত।

পু ১। থুঃ।

Scanned by CamScanner

পু ২। ওয়াক্।

[কথায় আদরে বাচ্চা নিয়ে মগ্ন, দেবদত্ত-পদ্মিনী এপাশ থেকে ওপাশে চলে যায়]

পু ১। আমার ঘাড়ে দেখো মাকড়শার জাল।

পু ২। আমার পা-টা ঠুকরে নিয়েছে ইঁদুরে।

পু ১। বাঁ চোখটা সেদিন খেয়ে নিল আরশোলা।

পু ২। ছমাস জুড়ে কেউ আসে না কাছে।

পু ১। ছমাস ধরে কেউ ছোঁয় না আমায়।

পু ২। ছমাসেই এই হাল! বছর ঘুরলে হবে কী!

[পদ্মিনী দেবদত্ত]

প। দেখো, শুনছ—

দ। বলো।

প। এবার আর 'না' কোরো না কিন্তু।

দ। কিসে?

প। ওকে নেব সঙ্গে।

দ। এই ঠাণ্ডায়?

প। ঠাণ্ডা তো কী? বড়ো হচ্ছে না বুঝি? এভাবে তুইয়ে তুইয়ে রাখা যায়? রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে লাফঝাঁপ করে মানুষ হয়েছি আমরা—কই, হয়নি তো কিছু! দিব্যি তো আছি।

দ। না না, এসব ঝামেলা কোরো না।

প। ঝামেলা? কী হয়েছে বলো তো? সারাদিন শুধু বসে বসে কাটাও। বাইরে বেরোবার নাম করো না। খেলাধুলো সাঁতারটাতার মাথায় উঠেছে সব—

দ। পদ্মিনী, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাজ হলো—

প। শুনেছি, ঢের শুনেছি।

দ। নতুন-নতুন একটু হৈ-হুল্লোড় করা গেছে, সে আলাদা কথা! সেসব গায়ের জোরের ব্যাপার। কিন্তু কতদিন চলে ওসব? আমার একটা পারিবারিক ঐতিহ্য নেই? আমার পড়া, আমার লেখা—

প। হয়েছে হয়েছে।

দ। [স্নেহভরে] শোনো, পদ্মিনী, [কাঁধে হাত রাখতেই চমকে ওঠে পদ্মিনী] কী হলো?

প। না, কিছু না।

দ। [হাত সরিয়ে নিয়ে] ধর্মসিন্ধুটা রেখেছি কোথায় বলতে পারো? কদিন ধরে দেখছি না।

প। তাকের ওপরই তো ছিল। আছে নিশ্চয় ওখানে—

[তাকের দিকে গিয়ে প্রথম পুতুলকে সরিয়ে বই বার করে। পুতুল কেঁপে ওঠে]

পু ২। কী হলো রে?

পু ১। ও আমায় ছুঁল, আর—

পু ২। আর?

পু ১। ওর হাতদুটো! মনে আছে? যখন কিনেছিল, কেমন চাষাড়ে ছিল হাত? আর এখন কেমন নরম—তুলতুলে—যেন কোনো মেয়ের।

[বাচ্চা কোলে পদ্মিনীর গান]

পক্ষীরাজে আসে কুমার
কোন্ দেশে তার বাস
মাথায় জ্বলে সোনার চূড়া
পশ্চিমে আকাশ!
শিউলিফুলে ঢালা
তোমার গলায় দোলে মালা
হীরায় গাঁথা অসির ঝলক
দোলায় সর্বনাশ!
অস্তাচলের দিগন্তে ঐ
ঢেউ তুলেছে কেশর
ঘুমোয় আমার খোকনমণি
স্বপ্নে ভাসে কী স্বর!
আয়রে চলে আয়রে আমার
শাদা ঘোড়ায় শাদা কুমার
খোকনমণির চোখে নামার
স্বপ্ন দিয়ে যাস্!
কুমার তোমার বুকে এ কী
শিউলি হলো লাল!
চোখের তারা হলো পাথর
শরীরে শীতকাল।
একলা ঘোড়া চলল কোথায়
মাঠনদীবন ডিঙিয়ে যায়
নেই নিশানা, নেই দিশা বা—
চলছে বারো মাস!

Scanned by CamScanner

[গানের মাঝখানে দেবদত্ত এসে পাশে বসে, বই পড়ে, কেউ কারো দিকে তাকায় না। গান শেষ হলে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই]

পু ১। [চাপা গলায়] এই—

পু ২। বল্

পু ১। ঐ ছাখ্

পু ২। কই ?

পু ১। ওর চোখের পাতায়। স্বপ্ন দেখছে ও।

পু ২। কই, দেখছি না তো কিছু।

পু ১। এখনও ঝাপসা—শুরু হয়নি এখনও।—এবার ? এবার দেখছিস ?

পু ২। ওই যে, হ্যাঁ—

পু ১। একজন পুরুষ

পু ২। সে ওর বর নয়

পু ১। না, এ আরেকজন

পু ২। কাল যে এসেছিল, সে ?

পু ১। সে-ই। কিন্তু কাল তো মুখটা দেখিনি।

পু ২। আজ দেখা যাচ্ছে। ভালো না, কাঠখোট্টা চাষাড়ে। তবে শরীরটা সুন্দর। দোহারা

পু ১। বল্ তো কে ?

পু ২। মিলিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। [উত্তেজিত] মুখটা মনে করে রাখিস।

পু ১। মিলিয়ে যাচ্ছে—যাচ্ছে—যাঃ, গেল।

পু ২। সকালে আর ওর মনে পড়বে না কিছু !

[পদ্মিনী দেবদত্ত ওঠে]

প। শরীরটা কি খারাপ লাগছে ?

দ। কেন গো ?

প। সারারাত ঘুমের মধ্যে কেমন ছটফট করছিলে !

দ। আমি ? কই দিব্যি আছি। [গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। হঠাৎ কাঁধটা চেপে ধরে একটা শব্দ করে]

প। কী হলো ? হলো কী ?

দ। না, কিছু না। কাল একটু আখড়ায় গিয়েছিলাম—

প। কুস্তির আখড়ায় ? হঠাৎ অ্যাদ্দিন পর ?

দ। হঠাৎ মনে হলো—তাই। ছেড়ে দাও ওসব—

প। আজও যাবে না কি ?

দ। [রেগে গিয়ে] না, যাব না। এতে হাসির কিছু নেই। গেলে যে

লোকে হাসি-ঠাট্টা করে তা জানি। যাব না আর। [চলে যায়। অনেকক্ষণ পর]

প। কিসের ভয় তোমার দেবদত্ত ? তুমি আবার নরম হয়ে যাচ্ছ, এই তো ? ভয় কেন এতে ? ভাবছ কি আবার বোকামি করব ? কপিল মুছে গেছে—সরে গেছে আমার জীবন থেকে। আর আসবে না সে। [থেমে] কপিল ? কোথায় এখন কপিল ? কী করছে ? ও কি এখনও সেইরকম আছে ?—সেই দোহারা শরীর আর ভারিক্কি মুখ ? [অনেকক্ষণ থেমে] দেবদত্ত বদলে গেল। কপিল বদলে গেল। আমি ? [চোখ বন্ধ করে]

পু ১। আসছে আবার।

পু ২। দিনের বেলায় ?

পু ১। রোজ যে আসে সে-ই কিনা কে জানে। একে তো আরও রুক্ষ দেখাচ্ছে।

পু ২। সে-ই, সে-ই। মুখের দিকে তাকা।

পু ১। ওর কাছে যাচ্ছে—

পু ২। খুব কাছে

পু ১। কী করবে রে ?

পু ২। চলে যাচ্ছে

পু ১। যাচ্ছে

পু ২। যাঃ, গেল ! দুঃস্বপ্ন সব ! আসে আর যায়।

[পদ্মিনী জাগে। বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায়। তারপর হঠাৎ]

প। বদল বদল বদল বদল ! ঝুরে ঝুরে পড়ে বালি, বাটি ভরে ওঠে জলে। দোলে চাঁদ দোলে দোলে, আঁধারে আলোয় আলোয় আঁধারে দোলে চাঁদ দোলে দোলে !

[দেবদত্ত আসে। এবার একেবারেই আগেকার দেবদত্ত]

দ। শোনো, পণ্ডিতমশাই আসছেন। একটু মিষ্টি আর সরবৎ করে পাঠাবে ?

প। পাঠিয়ে দিচ্ছি। [থেমে] শুনছ—ঝিয়েরা বলছিল—

দ। কী বলছিল ?

প। কপিলের মা নাকি আজ মারা গেছেন। [থেমে] বেচারি ! সেই সে-সময় থেকে বিছানায় পড়ে আছেন মহিলা—

দ। তা আমি কী করব তার ? [পরে একটু অপ্রতিভ] সরবৎটা পাঠিয়ে দিও শিগগির করে।

[দুজনে বেরিয়ে যায়]

পু ১। যে যার আপন ভাগ্যে যায়

Scanned by CamScanner

পু ২। যে যার আপন ভাবনায়

পু ১। পুতুলঅলা বলত 'দিন-দিন কী যে হচ্ছে !'

পু ২। অন্তত কালকের রাত্তিরটা ভাব্—সেই স্বপ্ন—

পু ১। ছি-ছি ! এ নিয়ে কথা বলাও পাপ।

পু ২। কী বেহায়া !

পু ১। বলছি না এসব কথা নয় ?

পু ২। সত্যি, যেভাবে ওরা—

পু ১। এই, বলতে হলে আমি বলব—

পু ২। তুই তো বলতে চাসনি, আমি বলব—

পু ১। তুই কী বুঝিস ? ওরা—

পু ২। ভারি তো জানিস। কাল—

পু ১। বলছি, আমি বলব। স্বপ্নে এসে

পু ২। এই, আমি—

পু ১। থাম্ বলছি

পু ২। তুই থাম্

[ঝগড়া থেকে মারামারি ! গড়িয়ে পড়ে দুজন। কামড়াকামড়ি। জামাকাপড় ছিঁড়ে যায়। হৈ-হল্লা। পদ্মিনী ঢোকে।]

প। পুতুলগুলির ছিরি দেখো। ছিঁড়েখুঁড়ে একশা করেছে খোকা। এ দিয়ে আর কদ্দিন-বা চলে। [ডেকে] এই, শোনো—

দ। কী হলো ?

প। খোকার জন্য কটা নতুন খেলনা এনো। এগুলোর হয়ে গেছে।

দ। সত্যি, এগুলির কী দশা !

প। দিনচারেকের মধ্যেই তো উজ্জয়িনীর মেলা। মেলা থেকেই এনো-না কিনে ? আজকের মধ্যে রওনা হলেও পৌঁছে যাবে ঠিক। ভাঙা খেলনা ঘরে রাখা বড়ো অমঙ্গল—

পু ১। শুনলি ? আমাদের ফেলে দেবে।

পু ২। নতুন পুতুল চায়। ওই মাংসের ডেলাটা থাকবে এখানে। আমাদের জন্য আঁস্তাকুড়

দ। [পদ্মিনীকে] যেতে-আসতে তো সাতদিনের ধাক্কা। তার চেয়ে, ওদের কাউকে বলব কিনে আনতে ?

পু ১। [দেবদত্তকে] আমাদের ফেলবার আগে নিজের ঘর সামলা—

পু ২। আমাদের কথা ভাবার আগে নিজের বৌকে ঢাক্—

প। [দেবদত্তকে] ওরা কেমন আনবে কে জানে ! নিজেদের জিনিস নিজেরা কেনাই ভালো !

দ। কিন্তু—

প। না যাবে তো যেয়ো না। অত অদ্ভুহাত দেখিয়ো না—

দ। বাড়িতে কাউকে থাকতে বলে যাব ?

প। দরকার নেই। আমরা তো জঙ্গলে পড়ে নেই।

পু ১। ভেবে দেখ্ বোকা, ডুববি তুই

পু ২। যাস্‌নে রে হাবা, ভাঙবে ঘর

দ। ঠিক আছে। চলি তবে আমি। একটু দেখেশুনে থেকো—[টেনে নেয় পুতুলদুটো। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গাল দিতে দিতে চলে যায় পুতুল]

পু ১। দূর কানা

পু ২। বজ্জাত

পু ১। হাড়হাভাতে

পু ২। বদমাস

[দীর্ঘ নীরবতার পর, ছেলেকে কোলে নিয়ে]

পদ্মিনী। খোকনসোনা, জানো, ঘন বনের মধ্যে আছে আরেকরকম মেলা। চলো, আমরা যাই। কেমন সেই মেলা ? কেমন করে বোঝাই তোমায় বলো ! ভোরের অনেক আগে, আকাশ জুড়ে তখনও আরতি করে চন্দ্রতারার দল, পল্লবের ছায়ায় ছায়ায় মাটির ওপর আলপনা ! তারপর ভোর হয়, শুরু হয় জীবন। দীর্ঘ গাছের শিয়র জুড়ে ভেসে যায় মেঘ, আরো কত নাচ। ঝিলিক দিয়ে লাফিয়ে ওঠে বাঘ, নাচে ময়ূর, নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে রুপোলি নূপুর পরে নেচে যায় রোদ্দুর। তারপর একসময় রাত্রি এসে নামে। খোকনমণি ঘুমোয়। বাতাস বয় ধীরে, ভেসে যায় চাঁদ। যাবার আগে একটা কাজ কেবল বাকি। এই মনভোলানো মেলার থেকে অল্পদূরে দাঁড়িয়ে আছে পয়মন্তীর গাছ। আমাদের পুরোনো দিনের বন্ধু, পুরোনো ওই গাছ। একবার ওকে বলে যাই : কেমন আছো গাছ ? কেমন আছো ? ভালো ?

[কপিল এল। একেবারে আগের কপিল]

অধিকারী। কে ? কপিল না কি ?

ক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অ। অনেকদিন দেখা নেই তোমার ?

ক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অ। ছিলে কোথায় ?

ক। এইখানেই।

অ। এইখানে ? এই জঙ্গলে ? এখানে কেউ থাকতে পারে ?

Scanned by CamScanner

ক। পশুপাখি তো পারে। মানুষই-বা পারবে না কেন?

অ। কী করছ?

ক। বেঁচে আছি।

অ। শহরের খবর পাও কিছু?

ক। অনেকদিন পাইনি। বাবা ফিরে যেতে বলেছিলেন। বলে পাঠিয়ে-ছিলাম 'যাব না, আপনারও এখানে আসবার দরকার নেই।' ব্যস, ওই পর্যন্ত।

অ। মানে, বলছ যে তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদও জানো না!

ক। [ভাবলেশ নেই] না।

অ। পদ্মিনীর তো ছেলে হয়েছে।

ক। তাই বুঝি!

অ। কার ওপর রাগ করেছ, কপিল?

ক। রাগ দেখলেন কোথায়?

অ। যাচ্ছে, যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। তোমার হাঁটা-চলা থেকে, তোমার দাঁড়ানো থেকে—

ক। ওসব কাব্যকথা [এগিয়ে যায়]

অ। কপিল, কপিল—

[গাছ কাটছে কপিল। ছেলেকোলে পদ্মিনী এসে দাঁড়ায় অনেক পর]

ক। [আস্তে] তুমি?

প। আমি।

ক। এখানে?

প। নদীর সঙ্গে মিলিয়ে কখনো হেসে ওঠেনি খোকা, কেঁপে ওঠেনি হাওয়ায়, কাঁটা ফোটেনি কখনো ওর পায়ে। তাই ওকে বাইরের আলোবাতাসে নিয়ে এসেছিলাম। পথ হারিয়ে ফেলেছি বনে।

ক। এতদূর হারিয়ে যাওয়া ভালো হয়নি।

প। পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে ভুল পথ, ছাড়ে না কোনোমতে।

ক। এতদূর হারিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। বুনো পশু চোরডাকাত—পথহীন পথ—কতরকম ভয়!

প। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম কত! তীর্থযাত্রীদের বললাম, তোমরা জানো পথ? শিকারীদের বললাম, তোমরা জানো? কাঠুরিয়া, তোমরা? আর যখন বাকি রইল না কেউ, নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করলাম কত! সবাই মিলে এমন করল যে ভুলপথটা কিছুতেই না ভুলি।

ক। [অল্প পরে] এই তোমার ছেলে?

প। এই তোমার ছেলে।

ক। আমার?

প। তোমারই তো শরীরের উপহার!

ক। আমার? [ফেটে পড়ে] আমার নয়। পদ্মিনী, আমি কপিল। সেদিন তা মানতে পারিনি! কিন্তু আজ আমি মেনে নিয়েছি এটা। আমি কপিল।

প। [নরম গলায়] কেমন আছে, কপিল?

অধিকারী। [গান]

আমি ডানা মেলে দিই নীলে
আমি ছেড়ে যাই এ নিখিলে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
পাখায় গিয়েছে মিলে
তুমি শিশু নিয়েছিলে উরসে
ওই জানু ছুঁয়েছিল পুরুষে
ওষ্ঠ তোমার মলিন করেছ
ও কার নিত্য পরশে?
আমি নিয়তির হাতে পাখি
বুকে ভাগ্যের রেখা আঁকি
উড়ে চলে যাই এক ফোঁটা শুধু
শস্যের কণা দিলে।

ক। একটু দেখব ওকে?

প। তাই তো নিয়ে এলাম।

ক। [দেখে] দেখেছ, কী হয়েছে আমার! এতটা পথ এলে আর আমি বসতে পর্যন্ত বলিনি! ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও-না। [পদ্মিনী ভিতরে গিয়ে খোকাকে রেখে আসে] কী হলো?

প। আমার বিশ্রামের দরকার নেই—

ক। [খানিক পরে] কেমন আছো?

প। ভালো, খুব ভালো। অসুখ নেই, বিসুখ নেই, ভাবনাচিন্তা নেই।

ক। ছেলে ঠিক তোমার মুখ পেয়েছে।

প। [অল্প থেমে] আর তোমার [কপিল চুপ] ওর কাঁধে ঠিক তোমার মতো তিল।

ক। আমার মতো? তিল? [পদ্মিনী এসে কপিলের তিল দেখিয়ে দেয়]

প। এই যে তোমার! দেখোনি কখনো? কাঁধে তো তোমার ওই একটাই তিল।

Scanned by CamScanner

ক। ও, দেখিনি। শরীরটার দিকে তাকাই না বড়ো।

প। [শান্তভাবে] এত ঘেন্না? [উত্তর নেই] কেন এত কষ্ট দিচ্ছ নিজেকে? [হাতে হাত নেয়] এই শরীরটা যখন তোমার হলো, এমন নরম ছিল এটা, এত সুকুমার, যেন কোনো রাজপুত্রের শরীর! হাতদুটো ছিল কত ক্ষীণ। আর, দেখো এখন। এ-রকম করেছ কেন?

ক। এ শরীর যখন এল প্রথম, একে বয়ে বেড়াতাম যেন কোনো শব। এ তো এক ব্রাহ্মণশরীর। অরণ্যের যোগ্য নয়। একটা কুড়ুল তুলতে গেলে টনটনিয়ে উঠত হাত, একটুখানি দৌড়ে গেলেই ভেঙে পড়ত হাঁটু। কী করব এই শরীর নিয়ে। যেই ও এল, সেই থেকেই শুরু হলো ওর সঙ্গে আমার লড়াই!

প। কে জিতল?

ক। আমি জিতলাম!

প। মাথাই সব সময় জিতে যায়, তাই না?

ক। ভাগ্য ভালো যে তা-ই জেতে। এখন আমি একদমে দশ মাইল দৌড়োতে পারি, সাঁতরে যেতে পারি বন্যার ভরা নদী, উপড়ে ফেলতে পারি একটা বটগাছ।

প। মাথাকেই সব সময় জিততে হবে?

ক। হবে। তাই আজ আমি কপিল। কপিলের যোগ্য শরীর সুদ্ধ কপিল।

প। 'ওলটপালট কেমন
ওঠন পড়ন নামন
এ-ই কি ও না ও-ই কি এ, তা
বুঝতে পারে না মন' —মনে আছে তোমার সেই গান? কালী-মন্দিরের গান?

ক। তাই কী?

প। কিছু না। প্রায়ই আমার মনে পড়ে, তাই। এ এখন আমার জীবন-স্মৃতি। কপিল। দেবদত্ত। দেবদত্তের শরীরে কপিল। কপিলের শরীরে দেবদত্ত। এক জীবনে চার-চার পুরুষ।

ক। [হঠাৎ] ওর কাছ থেকে পালিয়ে এলে কেন?

প। কী শুনতে চাও? [দুজনে অনড়]

অধি। 'কেমন করে বোঝাব তোমায়? দেবদত্ত যদি রাতারাতি বদলে গিয়ে দেবদত্ত হয়ে উঠত, হয়তো আমি ভুলতে পারতাম তোমায়। কিন্তু তেমন তো হলো না। ও বদলাতে লাগল একটু একটু করে, দিনের পর দিন, এক চুল এক চুল। যেন ঝুরে ঝুরে পড়ে বালি, বাটি ভরে ওঠে জলে। আর তার এই অল্প অল্প বদল দেখতে দেখতে তোমাকে

আর ভোলা গেল না কপিল!' এই তো বলবার কথা পদ্মিনীর? আরও বলতে পারত খোলাখুলি : 'সেই ঋষি যদি তোমার হাতেই আমায় সঁপে দিতেন কপিল, তাহলে কি ঠিক এইরকমই আজ ফিরে যেতাম দেবদত্তের পাশে?' কিন্তু, কিছুই বলল না পদ্মিনী, দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

ক। এখানে কেন এলে?

অ। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করল।

ক। কেন? [উত্তর নেই] কেন এলে? ঠিক যখন আমি ভাবছিলাম যে দীর্ঘ এক যুদ্ধ সাঙ্গ করেছি, ঠিক তখুনি? নির্মূল করে দিয়েছিলাম যেসব স্মৃতি, কেন তা আবার জাগিয়ে দিতে এলে? আজ আমি কপিল, সেই রুক্ষ কপিল, দেহেমনে এক-হয়ে-যাওয়া কপিল। কী চাও তুমি আজ? আরও একটা শিরশ্ছেদ? আরও একটা আত্মঘাত?—শোনো। দয়া করো। ফিরে যাও দেবদত্তের কাছে। সে তোমার স্বামী, ঐ সন্তানের সে জনক। দেবদত্ত, পদ্মিনী। দেবদত্ত, পদ্মিনী। অগ্নিসাক্ষী করে তোমাদের মিলন। সেখানে আমি কে? আমার কোনো ভূমি নেই, কোনো শান্তি নেই, কোনো মুক্তি নেই। যাও। দয়া করে যাও। [দীর্ঘ নীরবতা]

প। যদি তাই চাও।

ক। [আর্ত গলায়] ভগবান!

প। কী হলো?

ক। না, কিছু নয়। স্মৃতি, আরো এক স্মৃতি। সেদিন তুমি আমাকে চলে যেতে বলেছিলে।—যাও, যাও, চলে যাও এখুনি।

প। যাব। শুধু একটু করুণা চাই তোমার! খোকা বড়ো ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়েছে। কদিন ধরে কোলে কোলে ঘুরছে। ওকে একটু ঘুমোতে দাও। ঘুম ভাঙলেই চলে যাব আমি! [হেসে] ঠিক, তোমারই জয় হলো। দেবদত্তের জয়। কিন্তু আমি? এই দুই শরীরের অর্ধাঙ্গিনী আমি—আমার না জয়, না পরাজয়। না, কিছু বলব না আর। খোকা জেগে ওঠা পর্যন্ত একটু বসতে দাও আমায়, বসে বসে শুধু একটু দেখতে দাও তোমাকে। এই তো আমার সারীজীবনের সম্বল। একটি কথাও বলব না। [নীরব]

ক। তোমার থাকায় তোমার যাওয়ায় কী আর আসে যায় আজ! যে ক্ষতি ঘটবার তা তো ঘটে গেছে। অবয়বহীন অদৃশ্য যত স্মৃতি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আমি, আবার তুমি তা খুঁড়ে আনছ ঐ রক্তমাখা থাবায়—

প। ডুবিয়ে দেবে কেন?

Scanned by CamScanner

ক। কেন নয়? কেন কেউ সহ্য করবে অপূর্ণতার এই উন্মাদ তাথৈ তাণ্ডব?

প। অপূর্ণতা? তোমার?

ক। আমার। শরীরের গড়নটাকে বদলে নেওয়া যায়, চেষ্টা করে আয়ত্ত করা যায় তাকে। কিন্তু শরীরের ভিতরে যে স্মৃতি? আশ্চর্য, না? শরীর তার নিজের প্রেত বয়ে বেড়ায় সঙ্গে, তার নিজের স্মৃতি, হাজার হাজার স্মৃতি। শরীরের মনে পড়ে সে একদিন ছুঁয়েছিল, যেন কাকে ছুঁয়েছিল, এই দুই বাহুপাশে আরও কোনো শরীরের আন্দোলন-স্মৃতি, করতল স্পর্শ করে উষ্ণ কোনো দেহ, বোঝা যায় না জানা যায় না নাম নেই এমন সহস্র স্মৃতিভার—

প। কপিল—

ক। [রাগ নেই] কেন এলে! তুমি এলে, ছুঁলে আমায়, হাত ধরলে আমার—আর অমনি এই শরীর চিনে নিল তোমার স্পর্শ। আমি তোমাকে ছুঁইনি কখনো, কিন্তু এই শরীর মুহূর্তমধ্যে জেগে উঠছে স্মৃতির উৎসবে হাসিগানে; সেখানে আমি কেউ নই।—

প। কপিল—

ক। করুণা চাই না আমি—

প। চুপ করো, বোকা! তোমার শরীর একদিন এক নদীতে স্নান করেছিল, উথাল-পাথাল নাচে মেতে উঠেছিল। তুমি, তোমার মন, কেন জানবে না কোন্ সেই নদী, কেমন সাঁতার। এসো, ডুব দাও এই নদীতে—এর স্রোতে আলুথালু হয়ে যাক তোমার চুল, তোমার কানের কাছে চুপি চুপি ছুঁয়ে যাক ঠোঁট, এই নদী তার বুকে টেনে নিক মুখ, এই মুখ। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণই তো তোমার অপূর্ণতা। [কপিল মুখ তুলে তাকায়। পদ্মিনী ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে সেই মুখ। তারপর তার মুখ রাখে কপিলের বুকে] কপিল! কপিল! আমার কপিল! কত অকারণে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ তুমি! [পদ্মিনীকে তুলে নিয়ে ঘরে যায় কপিল]

অধিকারী। বুঝি কোনো ব্যথা বোঝে না এ জল
কারো নাম জল রাখে না নিজের বুকে।
নদীর হৃদয়ে
কোনো ভয় নেই
কোনো স্মৃতি নেই তাই।

মেয়েদের কোরাস। নদী শুধু জানে প্রবল প্রপাতধারা
হেসে-খেলে ছোটে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় তীর—
ঘূর্ণিপাকের নাভিতে নাচায় ঘূরন্ত ঝরা পাতা

সবুজ গহনে রুপালি ঝলক
বুনে বুনে যায় সাপের মতন
শৈবালদলে বাঁশের পাতায়
ভয়ে কেঁপে ওঠে দাদুরী—
নদীর কী আসে যায়
সে তো শুধু গায়
এঁকেবেঁকে ধায়
প্রবল তাড়নে
কেঁপে কেঁপে যায় ছুটে।

অ। স্থির শুধু কূলে কাকতাড়ুয়ার ছায়া
মাটির ভাণ্ডে আঁকা মুখ তার
মিলায় মিলায় দূরে
আর্ত শরীর ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়
সহস্র স্মৃতিভারে।
[দেবদত্তের প্রবেশ] কে? দেবদত্ত?

দ। কপিল এখানে কোথায় থাকে?

অ। ও—আচ্ছা—ব্যাপারটা হলো—তা—কেমন আছো তুমি?

দ। ইচ্ছে না হয় বলবেন না। নিজেই খুঁজে নেব।

অ। ঐ যে ওদিকে, গাছপালার পিছনে।

দ। পদ্মিনী এখানে কতক্ষণ?

অ। তা চার-পাঁচ দিন হবে।

দ। আশ্চর্য! আমার মতো একজন পুরুষমানুষেরও এত কষ্টের মনে হলো পথটা। আর, ছেলে কোলে করে ও চলে এল এত তাড়াতাড়ি!

অ। দেবদত্ত। [দেবদত্ত এগোতে থাকে] এগিয়ে যায় দেবদত্ত। সংসারে কেবল দুটি শব্দের মানে আছে ওর কাছে আজ, কপিল আর পদ্মিনী। কপিল পদ্মিনী! এই দুই শব্দ ওকে বন্যার মতো টেনে এনেছে কপিলের কুটিরপ্রান্তে। কিন্তু হঠাৎ ও থেমে যায়। এই একমুহূর্ত আগে পর্যন্ত ওর মুখে ছিল রক্ততৃষ্ণা। কিন্তু এখন হঠাৎ সব চুপ, স্থির সব। [কপিল বেরিয়ে আসে]

ক। এসো, এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। কাল থেকেই ভাবছি তুমি এলে বলে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরিয়ে এসে দেখছি। ভয় নয়। উৎসুক প্রতীক্ষা শুধু। [পদ্মিনী এসে দুজনকে দেখতে থাকে] ঠিক সে রকমই আছো।

দ। [হেসে] তুমিও।

Scanned by CamScanner

ক : [তলোয়ার দেখিয়ে] ওটা কী ব্যাপার ?

দ। [যে হাতে পুতুল, সেই হাত বাড়িয়ে] পুতুল খোকার জন্য। মেলা থেকে বাড়ি ফিরলাম—কেউ নেই। তাই এখানে চলে এলাম। [পদ্মিনী এগিয়ে পুতুল নেয়, ফিরে যায় বুকে নিয়ে]

ক। এসো, দু দণ্ড জিরোও। পরে কথা হবে। [দেবদত্ত মাথা নাড়ে] কেন ? রাগ ?

দ। না, রাগ আর নেই। [থেমে] শরীরটা খুব জ্বালিয়েছে ?

ক। এ-রকম জীবনের জন্য তো তৈরি নয় এ শরীর। প্রতিরোধ ছিল খুব। আবার শোধও নিয়েছে যথেষ্ট।

দ। সত্যি ?

ক। মনে আছে, একদিন তোমায় আমি হিংসে করতাম তোমার কবিতা নিয়ে ? আমার কাছে আকাশ ছিল আকাশ, গাছ শুধুই গাছ। তোমার শরীর আমার কাছে নতুন-সব অনুভূতি নিয়ে এল, নতুন-সব শব্দ, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আমার ইন্দ্রিয়—এমন-কী একটুআধটু কবিতা লেখাও শুরু হলো। নিশ্চয়ই খুব খারাপ কবিতা ! [দুজনেই হাসে] একটা সময় ছিল যখন এইসবের জন্যই এটাকে আমার ঘৃণা হতো।

দ। আমি তোমার সামর্থ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার উন্মত্ততা নয়। তুমি ঘৃণায় দিন কাটাচ্ছিলে, আমি আতঙ্কে।

ক। না আমারই ছিল ভয়।

দ। ওলটপালট কেমন, ওঠন-পড়ন-নামন। [হাসে দুজন] একটা কথা বলবে ? পদ্মিনীকে তুমি ভালোবাসো ?

ক। বাসি।

দ। আমিও।

ক। জানি। [চুপ সবাই] দেবদত্ত, এমন হয় না যে তিনজনে একসঙ্গেই রইলাম ? দ্রৌপদী আর পাণ্ডবদের মতো ?

দ। তোমার কী মনে হয় ?

[চুপ। পদ্মিনী তাকায় দুজনের দিকে]

ক। [হেসে] নাঃ, সে আর হয় না।

দ। [তলোয়ার দেখিয়ে] সেইজন্যই এটা আনতে হলো। এম্‌নি এম্‌নি যার শেষ নেই, তাকে জোর করেই ছিঁড়ে ফেলতে হয়।

ক। কেবল তোমার শরীর নয়, তোমার জ্ঞানও আমি পেয়েছি।

দ। তবে তোমার অস্ত্র কই ?

ক। একটু দাঁড়াও। [ভিতরে যায়। পদ্মিনী তাকিয়ে থাকে দেবদত্তের দিকে। দেবদত্ত কিন্তু অন্য দিকে]

অধিকারী। হাতে তুলে দিয়েছিল দেবরাজ একদিন নিজস্ব আহার,
সুরাসার
সকৌতুক পরিহাস,—আর
আজ পৃথিবীতে ফিরে
দূর থেকে দেখি
মাটির ফাটলে ওই দীর্ঘ এক দীর্ণ রেখা
দেবতার হাসি হয়ে জ্বলে।

ক। অভ্যেস আছে এখনও ?

দ। তা কি আর থাকে ? তুমি অবশ্য শিখেছিলে ভালোই। তোমার ?

ক। আমার আবার নতুন করে শিখতে হলো। তবে বয়েস হলে আর শেখা যায় না তাড়াতাড়ি।

দ। [থেমে] নিশ্চয় বুঝতে পারছ, কে ভালো কে মন্দ সেকথার আর কোনো মানে নেই এখন ?

ক। হ্যাঁ, তা পারছি।

দ। এই এর একমাত্র সমাধান।

ক। আমাদের দুজনকেই মরতে হবে।

দ। আমাদের দুজনকেই মরতে হবে।

ক। কালীমন্দিরে কত সহজেই আমাদের মাথা দিয়ে দিয়েছিলাম ! আর এখন—কার মাথা—কার শরীর—এ কি হত্যা না আত্মহত্যা—কিছুই আর স্পষ্ট নয়।

দ। বন্ধুত্বের কোনো মানে নেই আর। দয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। বাঘের মতো লড়ব দুজন, সাপের মতো ছোবল দেব। [বাজনা] নাচের ভঙ্গিতে যুদ্ধ। পদ্মিনীর প্রতিক্রিয়াও নাচে]

অধিকারী। [গান]

তুকিনাচন নাচছি দুজন
করছি মোরগ-লড়াই
ঠ্যাং-এর মধ্যে ঠ্যাং গলিয়ে
চোখে আগুন ঝরাই
তুমিও জানো আমিও জানি
জ্ঞানের যত বড়াই
রক্তচোষা ডাইনি যে চায়
রক্ত কড়াই কড়াই
মুখের হাসি মুখেই মেটে
এ ওর গায়ে পড়ছি ফেটে

Scanned by CamScanner

কামড়ে কেটে থাবায় এঁটে
টুকরো হয়ে গড়াই।

যে ঋষি বলেছিলেন 'জ্ঞানই ক্ষমার উৎস', মরণের কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর। [দেবদত্ত-কপিলের পরস্পরকে আঘাত এবং মৃত্যু। পদ্মিনী তাদের মাঝখানে এসে বসে]

প। ওরা জ্বলল, ওরা বাঁচল, ওরা যুঝল, ওরা মরল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। যদি বলতাম, বেশ, দুজনের সঙ্গেই থাকব আমি, —হয়তো ওরা বেঁচে যেত। কিন্তু আমি বলতে পারিনি 'হ্যাঁ'। না কপিল, না দেবদত্ত, আমি মর্মে মর্মে জানি যে তোমরা বেঁচে থাকতে পারতে না পাশাপাশি। কেবল আমাকেই যে ভাগ করে নিতে হতো তা তো নয়, তোমাদের শরীরদুটোও ভাগ করে নিতে হতো দুজনের। তোমরা মৃত্যুকে জেনেছ, তাই এ ওর হাতে ঢলে পড়েছ। বেঁচে থাকলে তোমরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে দুজনকে। আমি তোমাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছি। দুজন দুজনকে ক্ষমা করে গেলে তোমরা, কিন্তু আবার—আমাকে রেখে গেলে একা।

অধি। এ কী কাণ্ড? রক্ত হিম হয়ে যায় দেখে। কী ঘটেছে বৎসে? কোনো কাজে লাগতে পারি আমি?

প। [না তাকিয়ে] ঐ কুটিরে আমার ছেলেটি ঘুমোচ্ছে। ওকে একটু দেখবেন আপনি। বনের মধ্যে কাঠুরেদের দিয়ে দেবেন ওকে, বলবেন কপিলের ছেলে। কপিলকে ওরা ভালোবাসত। ছেলেটিকে ওরা মানুষ করতে পারবে। বনের মধ্যে এই নদীর সঙ্গে এই বৃক্ষলতার সঙ্গে বেড়ে উঠবে ও। পাঁচ বছর বয়স হলে ওকে নিয়ে যাবেন শহরে। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগরের হাতে দিয়ে বলবেন, এ দেবদত্তের ছেলে।

অ। আর তুমি?

প। আমাদের জন্য একটি চিতা জেলে দিন। আমরা তিনজন।

অ। সতী হবে তুমি? কিন্তু কেন, বৎসে, কেন?

প। [পুতুলগুলি মাটিতে রেখে] আমার ছেলেকে এই পুতুলকটা দেবেন। ওকে আমি দেখতে চাই না আর, ওকে দেখলে মরতে পারব না হয়তো। [দুজন এসে পর্দা ধরে সামনে] হে কালী, হে বিশ্বজননী, তোমার পরিহাস এখনও শেষ হয়নি নিশ্চয়। মৃত্যুর সময়ে অন্য মেয়েরা কত প্রার্থনা করতে পারে, বলতে পারে পুনর্জন্মে তারা যেন ফিরে পায় তাদের একই স্বামীকে। কিন্তু সেটুকু প্রার্থনা করারও কোনো পথ রাখোনি আমার। [নমস্কার করে। গানের সঙ্গে সঙ্গে খুবই ধীরে ধীরে পর্দা উঠতে থাকে। পর্দায় আগুনের শিখা]

মেয়েদের কোরাস। [গান]

ওই চিতাচন্দন
যেন পাল্কি তোমার, বোন,
ফুলিঙ্গ তার রত্নে গাঁথে
শয়ন-আস্তরণ ॥
অগ্নিশিখার মালা
তোমার ভালোবাসার জ্বালা
সোনার বরন ফুলে ফুলে
তোমার এ বন্ধন ॥
বিদায় বোন, সোনা,
ভয় কোনো কোরো না—
বরণ করো মরণদেবে
সর্বসমর্পণ ॥

অধি। সতী হলো পদ্মিনী। ভারতবর্ষ পতিব্রতার দেশ। সাধ্বী নারীদল এখানে পতিসেবায় সর্বসমর্পণ করেন। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলা হবে না যে পদ্মিনীর সঙ্গে তাদেরও কোনো তুলনা হয় না। তবে, পদ্মিনী যে ঠিক কোথায় সতী হলো তা কেউ ভালো করে জানে না। কাঠুরেদের জিজ্ঞেস করলে ওরা ফুলে ফুলে ভরন্ত এক পয়মন্তী গাছ দেখিয়ে দেয়। বলে যে এখনও নাকি পূর্ণিমার রাতে ওই বৃক্ষমূল থেকে গান জেগে ওঠে বাতাসে বাতাসে, আর সমস্ত এই অরণ্য ভরে যায় এক স্নিগ্ধ সুবাসে। [প্রথম স্তোত্রটির দুলাইন গায় জুড়ির দল, অধিকারী নমস্কার করেন। নাটক শেষ হলো, এমনি ভাব। এমন সময়ে নেপথ্যে আর্তনাদ] কী হলো? ও, নটবাবাজী, আরেক শ্রীমান্! [তাড়াহুড়োয় সে অধিকারীকে দেখেনি] দৌড়োচ্ছে কেন? জাতীয় সংগীতের কী হলো?

নট ২। [হঠাৎ থেমে] জাতীয় সংগীত!

অ। কী হলো?

ন ২। কী করে জানলেন?

অ। কী জানলাম?

ন ২। অধিকারীমশাই, আপনি কী করে জানলেন?

অ। কী জানলাম?

ন ২। জাতীয় সংগীতের কথা?

অ। কী, বলছ কী?

Scanned by CamScanner

ন ২। বলুন না। ঠাট্টা করছেন আমায়? আপনি জানলেন কেমন করে যে জাতীয় সংগীতই—

অ। নাটক শেষ হলে জাতীয় সংগীত হয়, জানো না তুমি?

ন ২। ওঃ, সেই ব্যাপার! রাম রাম!

অ। কেন বলো তো, ব্যাপারটা কী?

ন ২। ব্যাপারটা? হরি হরি। এই দেখুন। [বাঁ হাত দেখায়, কাঁপছে]

অ। হলোটা কী?

ন ২। আরেকটু হলেই মারা যেতাম। ভয়ে।

অ। ভয়?

ন ২। ওই পথ দিয়ে আসছি—শুনি দূরে কে যেন গলা খুলে গাইছে: ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা। তারপর শুনি: সারে জঁহাসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা। তারপর: বন্দেমাতরম্—

অ। তারপর?

ন ২। আমি তো হাঁ! এই ঘোর রাত্রে এইরকম এক আস্ত দেশপ্রেমিক! দেখতে হয় লোকটা কে। দেখি বিরাট এক বাড়ি, চারদিকে বেশ শক্তপোক্ত বেড়া—কিন্তু তারই একটা ফাঁকফোকরে সেঁধিয়ে গেলুম ভেতরে—খানিক যেতেই দেখি—

অ। কী? [নট কপাল মুছে নেয়] বলে ফেলো, কী দেখলে?

ন ২। একটা ঘোড়া!

অ। [আগ্রহে] ঘোড়া?

ন ২। ঘোড়া। আমার দিকে তাকিয়ে মোটা ভারী গলায় বলল, 'বন্ধুবর, এখন আমি জাতীয় সংগীত গাইব, খাড়া হয়ে দাঁড়াও'!

অ। শোনো, শোনো, তুমি কি ঠিক—

ন ২। মাইরি বলছি।

অ। না, না, বলছি কী—[নেপথ্যে আলোড়ন] আবার কী হলো? [পাঁচবছরের একটি মুখগোমড়া ছেলেকে নিয়ে পয়লা নটের প্রবেশ। ছেলেটির হাতে একটি পুতুল, একটু ময়লা। নট নানাভাবে হাসাবার চেষ্টা করছে ছেলেটিকে। পারছে না] আরে, নটবর, তুমি আবার!

ন ১। আরে, অধিকারীমশাই, আপনি!

অ। আরে তুমি তো একশো বছর বাঁচবে হে।

ন ১। কেন? কী অপরাধে!

অ। এই এখুনি তোমার কথা ভাবছিলাম, আর তুমি এসে হাজির। [দ্বি নম্বরকে দেখিয়ে] এইমাত্র এ বলছিল যে এক ঘোড়ামুখো মানুষ

দেখেছে। ভাবছি যে আমাদের সেই ঘোড়ামুখোই নয়তো? তাই তোমাকে মনে হলো।

ন ২। অধিকারীমশাই—

ন ১। এই হচ্ছে অভিনেতার কপাল। সবসময়েই অন্য লোকের কথা ভেবে তবেই তাকে মনে হয়!

অ। ঘোড়ামুখো কোথায় এখন? ফিরেছে?

ন ১। বলতে পারছি না। কালীমন্দিরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সে আমায় তেড়ে এল! একমুহূর্তও থাকতে দেয়নি আর—

অ। ঈশ্বর তার মনস্কামনা পূর্ণ করুন!—এটি কে?

ন ১। এটি? এটি—ওহে খোকা, বলো—

অ। কে তুমি বাছা? নাম কী? বাপের নাম?

ন ১। দেখলেন তো? কথাটি নেই। এই বয়সের বাচ্চারা গোটা একটা অভিধান আউড়ে যায়, আর এর মুখে একটা বাক্যি নেই! হাসে না কাঁদে না, মুখে কোনো ভাঁজ পর্যন্ত নয়। চব্বিশ ঘণ্টা ঐ, মুখ ঝুলিয়ে আছে। নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল আছে—[ছেলেটির সামনে গিয়ে খানিক ভাঁড়ামো করে] দেখলেন? কোনো সাড়া নেই। কোনো ভাবলেশ নেই। বড়ো হয়ে এ নাট্যসমালোচক না হয়ে যায় না!

ন ২। [অস্থির] অধিকারীমশাই—

অ। [পয়লা নম্বরকে] পেলে কোথায় একে?

ন ১। ওই বনের দিকে একটা গাঁয়ে। ফিরবার পথে একরাত ছিলাম সেখানে। একজন এসে একে হাতে দিয়ে বলল, 'এ আমাদের ছেলে নয়, শহর থেকে এসেছে, একে নিয়ে যান সঙ্গে।'

অ। এই শহরের ছেলে? আশ্চর্য! [পুতুল দেখে] কিন্তু—কিন্তু ওই পুতুল [পুতুল ছুঁতে গেলে ছেলেটি ক্ষেপে যায়, সরে যায়]

ন ১। ওটি করবেন না, ওটি করবেন না। আর যাই করুন, পুতুলে হাত দেবেন না। এমনিতে খিদেয় মরে যাক, ঠাণ্ডায় জমে যাক, কথাটি কইবে না। কিন্তু পুতুলে হাত দিতে গেলেই একেবারে দাঁতনখ বার করে তেড়ে আসবে। একবার তো আমার আঙুলই দিয়েছিল কামড়ে।

ন ২। অধিকারীমশাই—

অ। [পয়লা নম্বরকে] দাঁড়াও দাঁড়াও,—খোকা দেখি একটু তোমার কাঁধটা—[ছেলেটি সরে যায়] না, না, আমি পুতুল নেব না, সত্যি না, কাঁধটা শুধু দেখি একটু—[দেখে উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠেন]

Scanned by CamScanner

ন ২। অধিকারী মশাই—

অ। ওহে দেখো, দেখো দেখো এই তিল। এ তো পদ্মিনীর ছেলে, সন্দেহ নেই কোনো

ন ১। পদ্মিনী? কোন্—

ন ২। [খুব চেঁচিয়ে] অধিকারীমশাই—

অ। কী ব্যাপার? চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

ন ২। আধঘণ্টা ধরে আপনাকে আমি ডেকে যাচ্ছি—

অ। হলো, হলো। তা কথাটা কী?

ন ২। আপনি বললেন, আমি ঘোড়ামুখো মানুষ দেখেছি। মোটেই তা ঠিক নয়। আমি দেখেছি একেবারে পুরো, আসল, সত্যিকারের—

[ভিতরে 'জন-গণ-মন'র তৃতীয় স্তবক শোনা যায়] ঐ যে এল! [সবাই সেদিকে তাকায়। গাইতে গাইতে ঢোকে ঘোড়া]

ঘোড়া। তব করুণারুণরাগে
নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা
জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্বর—

[সবার সামনে এসে দাঁড়ায়] হোহো! ব্যাপার কী সব? অধিকারী-মশাই! এই যে বন্ধুবর! বেশ, বেশ, বেশ! সুন্দর ব্যাপার! চমৎকার! কেমন আছেন সব, ভালো তো?

অ। এ তো সে নয়, ঘোড়ামুখো তো নয়

ঘোড়ামুখো। আজ্ঞে হ্যাঁ, অধীন সেই বটে

অ। কিন্তু, তা কী—

ন ২। বলতে চান যে এই ঘোড়া আপনার চেনা?

ঘ। [মহা আনন্দে] আমরা পুরোনো বন্ধু যে!

ন ১। [সহাস্যে] একই পথের পথিক

ঘ। এক ভাগ্য নয় যদিও। কী বলেন?

[হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই। ছেলেটিও হঠাৎ হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতে বেঁকে যায়। পুতুল পড়ে যায় হাত থেকে। হাততালি]

খোকা। ঘোড়া হাসছে! ঘোড়া হাসছে!

ন ১। [লাফিয়ে ওঠে] খোকা হাসছে! খোকা হাসছে!

ঘ। [খোকার কাছে গিয়ে] কেন খোকনবাবু, তুমি হাসতে পারো আর আমি পারি না? [হাসিতে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছেলেটির]

অ। ঘোড়ামুখো, এ হলো পদ্মিনীর ছেলে

ঘ। পদ্মিনী? আমি তো—

অ। চেনো না তুমি। এই হতভাগা ছেলে—বছরের পর বছর ধরে এর হাসি নেই কান্না নেই কথা নেই—তুমি আজ হাসালে ওকে।

ঘ। বড়োই আনন্দের কথা! বড়োই আনন্দের কথা!

অ। আচ্ছা, তুমি তো পুরো মানুষ হবে বলে কালীমন্দিরে গেলে। কী হলো শেষমেশ?

ঘ। আ—সে এক লম্বা গল্প। আমি তো গেলাম। কাছেই একটা তরোয়াল পড়ে ছিল—বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার—তুলে নিলাম সেটা, ঘাড়ের কাছে ওটা রেখে বলে উঠলাম, 'বিশ্বজননী, যদি আমাকে করুণা না করো তো এই কেটে ফেললাম গলা।'

ন ১। তারপর?

ঘ। দেবী তো এলেন। চকিতের মধ্যে। তবে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। একটু যেন খিটখিটে মেজাজ, বললেন—তোমাদের এই এলেবেলে মুণ্ডুগুলি যদি কেটে ফেলতেই চাও তো অন্য কোথাও যাও না কেন বাছারা? এখানে সবাই আস কেন মস্তে? আমি তাঁর পায়ে পড়ে বললাম, 'মা জননী, আমাকে পূর্ণ করে দাও, পুরো—' আর অমনি 'তথাস্তু' বলে মিলিয়ে গেলেন দেবী। 'পুরো মানুষ' পর্যন্ত বলবার সময়ই দিলেন না আমাকে, হয়ে গেলাম তাই পুরো ঘোড়া।

ন ১। খুবই দুঃখের কথা—

ঘ। দুঃখ? কিসের দুঃখ? দেবী কি না বুঝেসুজেই কাজ করেন? মোটেই না। হাঃ হাঃ, ঘোড়া হবারও একটা মানে আছে বই কী! [থেমে] কেবল একটা দুঃখ রয়ে গেল—

অ। কী বৎস?

ঘ। পুরো ঘোড়া হয়েছি বটে, কিন্তু আমি তো পুরো একটা সত্তা নই! এই যে মানুষের গলা—নচ্ছার মানুষের গলা—এ তো এখনও রয়েই গেল। তাহলে 'পুরো' বলা যায় কী করে? যদি ঘোড়ার মতো চিঁহি-চিঁহি করতে পারতাম আমি, যদি পারতাম! কী করব আমি অধিকারী-মশাই? বলে দিন, কী করলে এই মানুষের গলা থেকে নিস্তার পাই।

অ। বৎস, আমি নিরুত্তর!

ঘ। সেইজন্যেই তো এত দেশাত্মবোধক গান গাই—আর জাতীয় সংগীত! বিশেষ করে জাতীয় সংগীত। লক্ষ করে দেখেছি, জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে মানুষের গলা কেমন পাল্টে যায়। তাই চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি। কিন্তু কই, হচ্ছে না তো, সুবিধে হচ্ছে না। কী করি তবে? [কাঁদতে শুরু করে]

Scanned by CamScanner

খোকা। কাঁদে না, ঘোড়া, কাঁদে না। থামো এখুনি, থামো!

ঘ। না, কাঁদব না। ঠিক বলেছ। কেঁদে আর কী হয়!

খোকা। কাঁদে না। হাসলে কেমন ভালো দেখায় তোমাকে।

ঘ। না, কাঁদব না। তাই বলে চেষ্টাও ছাড়ব না। এসো খোকা আমরা দুজনে মিলে জাতীয় সংগীত গাই—

খোকা। জাতীয় সংগীত কী?

অ। ও কী করে জানবে? দেখছ না ও বনেজঙ্গলে মানুষ হয়েছে?

ঘ। তাহলে অন্য কিছু গাও। শোনো, তুমি যদি গাও তো তোমায় আমি পিঠে চড়াব।

খোকা। [উত্তেজিত] নাও-না, পিঠে নাও-না—

ঘ। বেশ তো, উঠে পড়ো, দেরি কিসের! উঠে পড়ো—

[অধিকারী খোকাকে বসিয়ে দেয় পিঠে]

খোকা। হেঁইয়ো, হেঁইয়ো—

ঘ। গাও খোকা, গাও—

খোকা। [গান। গানের সঙ্গে ঘোড়া চলছে]

পক্ষীরাজে আসে কুমার
কোন্ দেশে তার বাস?
মাথায় জ্বালে সোনার চূড়া
পশ্চিমে আকাশ।
কুমার তোমার বুকে এ কী
শিউলি হলো লাল
চোখের তারা হলো পাথর
শরীরে শীতকাল!
নেই নিশানা, একলা ঘোড়া
চলছে বারোমাস!

ঘ। অধিকারীমশাই—

অ। বলো—

ঘ। এই গানে যার কথা আছে, সে মনে হয় মারা গেছে? ঠিক বলছি?

অ। তা—মনে হয়—ঠিকই।

ঘ। এমন গান ওকে শেখালে কে?

অ। গানে কী এসে যায় বলো? এই ছেলেটার হাসি—এর সরল নিষ্পাপ হাসি—এর চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে? কোনো কারুণ্যই একে ছুঁতে পারে না।

ঘ। তাই কি?

অ। তাই। শিশুর হাসির চেয়ে শুচি আর কিছু নেই।

ঘ। সত্যি বলতে কী, অধিকারীমশাই, আমার একটু সংশয় আছে। আমি বিশ্বাস করি—এও বলা যায় যে, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি—এই ধরণের ভাবালুতাই আমাদের সাহিত্য আর জাতীয় জীবনের সর্বনাশ করছে। এইসবই আমাদের সত্য থেকে ঠেলে দিচ্ছে বারবার, পালাতে শেখাচ্ছে শুধু জীবন থেকে। যাহোক, আপনি যদি ও-রকম মনে করেন তো আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। খোকা, এসো, আরেকটা গান হয়ে যাক—

খোকা। আর আমি জানি না

ঘ। তবে ঐটেই আবার গাও

খোকা। আগে তুমি আবার হাসো।

ঘ। হাসব? আবার? দেখি চেষ্টা করে—[চেষ্টা করে] হা হা হা। না হাসাটা সহজ নয় বড়ো—দেখো না

খোকা। [চাবুক মারার ভঙ্গিতে] হাসো, হাসো

ঘ। এই যে, এই যে। দেখি আবার চেষ্টা করে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ, চিঁহি চিঁহি—

সবাই। কী হলো?

অ। ঘোড়ামুখো, ঘোড়ামুখো

ঘ। চিঁহি চিঁহি চিঁহি চিঁহি [প্রবল আনন্দে লাফাতে থাকে]

অ। সাবধান, সাবধান, খোকা না পড়ে যায় [ঘোড়া দৌড়ে বেড়ায়, বেজায় ফুর্তি। খোকাও টুকরো টুকরো গান গায়, আর দৌড়োতে বলে ঘোড়াকে] এতক্ষণে তবে ও পুরো হতে পারল! [নট দুজনকে] তোমরা যাও, গিয়ে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে জানাও যে তাঁর পৌত্র সগৌরবে ঘরে ফিরছে, বিশাল এক শাদা ঘোড়ায় চেপে—

ন ১। পুতুলগুলি?

অ। ও ফেলে দাও। ওর আর দরকার নেই [নটদের প্রস্থান] গজানন শ্রীগণেশদেবের কী অপার করুণা। সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তিনি, পিতামহকে ফিরিয়ে দেন তাঁর পৌত্র, শিশুকে ফিরিয়ে দেন তার হাসি, ঘোড়াকে ফিরিয়ে দেন তার হ্রেষা! আমাদের এই অক্ষম পঙ্গু ভাষায় কে তোমার মহিমা কীর্তন করবে প্রভু।

এসো ঘোড়ামুখো এসো। যথেষ্ট হয়েছে নাচ। আমাদের পালা এখন সাঙ্গ। এসো আমরা সবাই মিলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের এই অনুষ্ঠান সফল হোক, পূর্ণ হোক:

Scanned by CamScanner

[সকলে মিলে, কপিল ইত্যাদিও আসে]
মেঘ দাও, বৃষ্টি দাও, দাও প্রভু, দাও শস্যকণা
পূর্ণ করো স্বপ্ন জ্ঞান শিল্প ধ্যান সমগ্র কামনা
রাজ্যের পালক যেন সর্বকর্মে সফলতা পান
আর তার সঙ্গে প্রভু ছিটেফোঁটা দাও কাণ্ডজ্ঞান !!

—

Bengali (DL)
Study
Rs. 30/=

Scanned by CamScanner